Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 22, 1430 Bangla, March 06, 2024, Wednesday, No. 66, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina suggests that the Muslim countries should introduce a common currency like the euro of the European Union to facilitate trade and commerce among D-8 countries. (VOA: 08)

State Minister for Information & Broadcasting M Ali Arafat says, portals which are spreading rumors are being streamlined. Only registered online portals will continue functioning for the sake of accountability. (VOA: 09 ;Jago FM: 18)

BNP Standing Committee member Abdul Moyeen Khan comments, the country has become a dummy golden Bengal - Even though talk about Sonar Benga, govt. has turned the country into a brass Bengal. (R. Today: 13)

A Dhaka court has sent BNP vice-chairman Maj. (retd) Hafiz Uddin Ahmed to jail in a case filed with Gulshan Police Station over vandalism and obstructing police in performing duty. (VOA: 10)

PM's Security Affairs Adviser Maj Gen (retired) Tarique Ahmed Siddique says, deaths along border are not killings, but incidents. Adds, the border killings are not planned & both sides are equally at fault. (R. Today: 13)

EU Ambassador in Dhaka Charles Whiteley, says, the European Union is monitoring the activities of the civil society, trade unions and the government of Bangladesh regarding the labor law. (R. Today: 13)

2 cases have been filed against Dr Raihan Sharif, a lecturer of Shaheed M Mansur Ali Medical College & Hospital in Sirajganj, over shooting a student inside a classroom of the college. (BBC: 03)

BD Restaurant Owners' Association SG Md Imran Hasan claims, administration is running rampage in restaurants of the entire Dhaka city in the name of drive. Adds, closing restaurant is not a solution. (R. Today: 13)

TIB says, bribe money in transport sector is being shared among different quarters at the end of day. Adds, more than 35% of women become victims of sexual harassment in public transport. (R. Today: 15)

Due to pressure of debt, tendency of suicide has increased. Sociologists say, "The rich are getting richer, the poor are getting poorer. Anyone who has the least sense of self-respect may be committing suicide. (DW: 11)

Most people living in high-rise buildings in BD don't know how to use fire extinguisher. And what to do in case of fire incidents. (BBC: 04)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ২২, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ০৬, ২০২৪, বুধবার, নং- ৬৬, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

ডি–৮ জোটের দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মতো অভিন্ন মুদ্রা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া: ০৮)

যেসব পোর্টাল বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনি বলেন, জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলার স্বার্থে পেশাদার ও নিবন্ধিত অনলাইন পোর্টালই থাকবে এবং চলবে। (জাগো এফএম: ১৮; ভোয়া: ০৯)

দেশ ডামি সোনার বাংলায় পরিণত হয়েছে। মুখে সোনার বাংলার কথা বলা হলেও সরকার দেশকে পিতলের বাংলায় পরিণত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। (রে. টুডে : ১৩)

ঢাকার গুলশান থানার নাশকতার মামলায় বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে আদালত। (ভোয়া: ১০)

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) তারেক আহমেদ সিদ্দিক বলেছেন, সীমান্তে মৃত্যুর ঘটনা হত্যাকাণ্ড নয়, এটি দুর্ঘটনা। তার মতে সীমান্তে হত্যা কান্ড পরিকল্পিত কিছু নয় এতে দুই পক্ষেরই দোষ থাকে। (রে. টুডে : ১৩)

ইউরোপীয় ইউনিয়ন শ্রম আইন নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও সরকারের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি। (রে. টুডে : ১৩)

সিরাজগঞ্জ জেলায় শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজে এক শিক্ষার্থীকে গুলি করার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক রায়হান শরীফের বিরুদ্ধে দুটি আলাদা মামলা করা হয়েছে। (বিবিসি : ০৩)

অভিযানের নামে সারা ঢাকা শহরের রেস্তারা গুলোতে প্রশাসন তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁমালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাসান। তিনি বলেন রেস্তোরা বন্ধ করে দেওয়া কোন সমাধান নয়। (রে. টুডে : ১৩)

পরিবহন খাতে ঘুষের টাকা দিন শেষে বিভিন্ন মহলে ভাগাভাগি হচ্ছে। এমন মন্তব্য করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, গণপরিবহনের ৩৫ শতাংশের বেশি নারী যৌন হেনস্থার শিকার হন। (রে. টুডে : ১৫)

ঋণের চাপে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু ঋণের চাপে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার কারণ কী? সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, "ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। গরিব আরো গরিব হচ্ছে। যার ন্যূনতম একটা সম্মানবোধ আছে, তিনি হয়ত আত্মহত্যা করছেন। (ডয়চে ভেলে: ১১)

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের উঁচু ভবনে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষই জানেন না কীভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে কী করবেন। (বিবিসি : ০৪)

বিবিসি

শিক্ষার্থীকে গুলি করা শিক্ষকের কাছ থেকে দুটি অস্ত্র উদ্ধার

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলায় শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজে এক শিক্ষার্থীকে গুলি করার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক রায়হান শরীফের বিরুদ্ধে দুটি আলাদা মামলা করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে দুটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দেশীয় অস্ত্র। সিরাজগঞ্জের পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শিক্ষক রায়হান শরীফকে গতকাল আটক করা হয়েছে। কিছু আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ তাকে আদালতে হাজির করা হবে।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার সকাল থেকে মেডিকেল কলেজে রয়েছেন তিনি। বর্তমানে সেখানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তবে স্থানীয় সাংবাদিক হীরক গুণ জানিয়েছেন, সকালে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকের শাস্তি দাবি করে মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় এবং ক্যাম্পাসের ভেতরে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডে তাদের দাবির বিষয়টি তুলে ধরেন। এর আগে সোমবার দুপুরের পর সিরাজগঞ্জ শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজে ক্লাস চলার সময় এক শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান একজন শিক্ষক। এতে আরাফাত আমিন তমাল নামে ওই শিক্ষার্থী আহত হন। পরে ওই শিক্ষককে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

এদিকে, আহত শিক্ষার্থী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল। ওই শিক্ষার্থীর বাবা আল আমিন বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল ৪টার দিকে তিনি তার ছেলে আহত হওয়ার খবর জানতে পারেন। পরে বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ আসেন তিনি। তিনি ছেলের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে, পরীক্ষা চলার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় তিনি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সঠিক বিচার দাবি করেছেন। আহত শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজটির তৃতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী। আর অভিযুক্ত শিক্ষক রায়হান শরীফ একই মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক।

পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান জানান, সোমবার দুপুরের পর বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সেসময় অভিযুক্ত ওই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। এসময় শিক্ষার্থী তমাল কোনো একটি বিষয় নিয়ে উত্তর দিতে না পারার কারণে তাকে গুলি করেন ওই শিক্ষক। মি. রহমান বলেন, "ক্লাসে কোনো একটি বিষয় নিয়ে ক্লাসে রেসপন্স করতে না পারার কারণে হঠাৎ করে শিক্ষক তার ব্যাগ থেকে অস্ত্রটা বের করে গুলি করে।„ এ ঘটনার পর শিক্ষার্থীরা ৯৯৯-এর মাধ্যমে পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মি. রহমান জানান, ক্যাম্পাসে ওই সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে বেশ উত্তেজনা দেখা দেয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অনেকে বিক্ষোভও করেন। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সুপার জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের শান্ত করার পাশাপাশি শিক্ষক রায়হান শরীফকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেসময় তার কাছে থাকা একটি অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন ভিডিওতে ওইদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই। এরমধ্যে এক নারী শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, "আমাদের আজ একটা আইটেম চলতেছিল (ক্লাসে), সে আমাদের বলে, আমার কাছে পিস্তল পোষা পাখির মতো। সে একটা ফটোশ্যুট করার মতো আমাদের ভয় দেখায়। এরকম করে সে একজনকে টার্গেট করে এবং তাকে গুলি মেরে দেয়।„ এ ঘটনা ঘটার পরে সে আমাদের বন্ধুকে হসপিটালে নিয়ে যেতে দেয়নি। সে আমাদের আটকানোর চেষ্টা করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী একজন শিক্ষার্থী বলেন, ক্লাস শেষে তাদের একটা ভাইভা পরীক্ষার মতো ছিল। সেখানে সময় না থাকায় তিনি ত্রিশজনকে একসাথে ডাকেন। "সেখানে তমালকে একটা কোয়েশ্চেন করলো তমাল পারলো না। এরপরে সে তার আর্মসটা বের করলো, বের করে টানলো, লোড হয়তোবা আগে থেকেই করা ছিল, উনি জাস্ট ফায়ার হলো।„

পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান জানিয়েছেন, রায়হান শরীফের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলা পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করেছে। এই মামলায় তার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগ তোলা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মি. শরীফ যে অস্ত্রটি ব্যবহার করে গুলি শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছেন সেটি অবৈধ ছিল। আরেকটি মামলা দায়ের করেছে রায়হান শরীফের গুলিতে আহত শিক্ষার্থী আরাফাত আমিন তমালের বাবা বাদী হয়ে দায়ের করেছেন। এই মামলাটিতে মি. শরীফের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। তমালের বাবা যে মামলাটি করেছেন সেখানে শ্রেণিকক্ষে শ্যুট করার বিষয়টি নিয়ে আসা হয়েছে। আর সেকেন্ড মামলাটি অবৈধ অস্ত্র অবৈধভাবে রাখার জন্য আনা হয়েছে।„ এবিষয়ে তমালের বাবা আল আমিন বলেন, "আমার ছেলেকে অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার করেছে। আমার এটাই অভিযোগ। আমি মামলা করেছি।„

পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষক রায়হান শরীফের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে তার কাছ থেকে একটি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, যেটি ব্যবহার করে তিনি শিক্ষার্থীকে গুলি করেন। আর আটকের পর পুলিশের সন্দেহ বাড়লে থানায় মি. শরীফকে প্রাথমিকভাবে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এতে পুলিশের কাছে কিছু `ক্লু, আসে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি পরীক্ষা করলে অস্ত্র সম্পর্কিত আরো তথ্য পাওয়া যায় বলেও জানায় পুলিশ। "আমরা তার মোবাইল ফোনের কিছু কনভারসেশন চেক করি। চেক করার পর আমরা কিছু ক্লু পাই। এই ক্লু,র ভিত্তিতে তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তার কাছে আরও একটি অবৈধ অস্ত্র আছে বলে সে স্বীকার করে।„ পরে পুলিশ ওই অস্ত্রটিও উদ্ধার করে বলে জানায়। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক একটি ব্যাগে আরো একটি অস্ত্র, ৮১ রাউন্ড গুলি এবং ০৮টি ছুরি আমরা উদ্ধার করি।

মি. রহমান বলেন, পেশায় শিক্ষক হলেও তিনি কীভাবে অবৈধ অস্ত্র বহন করতেন এবং তিনি সেগুলো কীভাবে পেয়েছেন তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এরইমধ্যে তারা কিছু তথ্য পেলেও তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করতে চাননি। অস্ত্র বহন এবং হুমকি-ধামকি ছাড়াও ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগও তুলেছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে পুলিশ জানায়, শিক্ষার্থীদের বক্তব্য এবং সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসা নানা ভিডিও যাচাই করে দেখছেন তারা। সব ধরনের অভিযোগ নিয়েই তদন্ত চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

গ্রেফতারকৃত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের অভিযোগের বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. আমিরুল হোসেন চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, এর আগে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা লিখিত বা মৌখিকভাবে কোনো অভিযোগ জানায়নি। তবে অনেকের মুখে মুখে এ ধরনের অভিযোগের কথা শুনেছেন তারা। মি. চৌধুরী বলেন, ওই শিক্ষককে এ ধরনের আচরণের বিষয়ে এর আগে ডেকে সাবধান করা হয়েছে। তবে তাতে কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন না আসার কারণে একাধিকবার নোটিশও দেয়া হয়েছে। তবে তারপরও একই ধরনের আচরণ করে আসছিলেন তিনি। তিনি বলেন, অভিযুক্ত রায়হান শরীফকে বারবার জানানো হয়েছে যে, তিনি যেসব আচরণ করেন তা শিক্ষকতার আচরণের পরিপন্থী। "গত ফেব্রুয়ারি মাসেও তাকে শেষবারের মতো শোকজ করা হয়েছে যে, যদি আপনি এর থেকে বিরত না থাকেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হবে। আমরা সেটার প্রসেসেই ছিলাম। তার মধ্যে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে।„ এই ঘটনার তদন্তে এরইমধ্যে ঢাকা থেকে একটি তদন্ত কমিটি মেডিকেল কলেজটি পরিদর্শনে গেছেন। তাদের সমন্বয়ে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই তদন্তের প্রেক্ষিতেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানানো হয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

অগ্নি-দুর্ঘটনা থেকে আপনার ভবনকে যেভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারেন

ঢাকার বেইলি রোডে একটি ভবনে আগুন লেগে ৪৬ জন নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে ঘনবসতিপূর্ণ এই শহরটির বাসিন্দাদের। তাদেরই একজন আবুল মনসুর আহমেদ, তিনি থাকেন ঢাকার গ্রিন রোডের একটি বহুতল ভবনে। সাম্প্রতিক আগুনের ঘটনায় পর উদ্বিগ্ন হয়ে বসবাসরত ভবনের অগ্নি-নিরাপত্তা নিয়ে মালিক সমিতির সদস্যদের সাথে বৈঠক করেছেন তিনি। তাদের এই ভবন অগ্নি-দুর্ঘটনা থেকে কতোটা সুরক্ষিত সেটি নিয়ে সন্দিহান তিনি। মি. আহমেদ বলেন, "আমাদের প্রত্যেক ফ্লোরে ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে। কিন্তু এটার ব্যবহার বেশিরভাগই জানি না। এ অবস্থায় আগুন লাগলে কী করবো, ভবনে কী কী থাকতে হবে এ বিষয়গুলো জানা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।„

বাড়ি নতুন হোক বা পুরানো সেখানে সুরক্ষার জন্য জরুরি কিছু যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স বিভাগের পরিচালক তাজুল ইসলাম চৌধুরী। প্রতিটি ভবনের ক্ষেত্রে ফায়ার সেফটি প্ল্যান বা অগ্নি-সুরক্ষার নকশা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। ভবনের ধরন অনুযায়ী অর্থাৎ এটি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক, কয়তলা বিশিষ্ট, কতো মানুষের আনাগোনা হবে- এসবের ওপর ভিত্তি করে সেফটি প্ল্যান ভিন্ন হয়ে থাকে। অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবার আগে প্রয়োজন প্রতিটি ভবনে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র নিশ্চিত করা। সেই সাথে ভবনের ধরন অনুযায়ী বহির্নির্গমন সিঁড়ির নকশা কেমন হবে, ভবনের সাব-স্টেশন, জেনারেটর কোথায় বসবে, ভবন নির্মাণে কোন ধরনের উপকরণের ব্যবহার এড়িয়ে যেতে হবে- এগুলো ফায়ার সেফটি প্ল্যানে উল্লেখ থাকে। এসব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেই তবে একটি ভবন ফায়ার সেফটি সনদ পায়।

অন্যদিকে ভবনের অগ্নি-নিরাপত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সাবেক পরিচালক এবং অগ্নি-নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বিএম ইন্টারন্যাশনাল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর একেএম শাকিল নওয়াজ। প্রথমত আগুন যাতে না ধরে সে সংক্রান্ত আগাম সুরক্ষা এবং দ্বিতীয়ত আগুন ধরে গেলেও যেন তা দ্রুত নেভানো যায় এবং সবাই যেন নিরাপদ থাকে এমন ব্যবস্থা রাখা। কোনো একটি ভবনে আগুন লাগার পর সেটি ছড়িয়ে পড়তে কিছুটা হলেও সময় লাগে। এই সময়ের ওপরেই সবকিছু নির্ভর করে। আগুন লাগার প্রথম দশ মিনিটকে বলা হয় প্লাটিনাম আওয়ার। অর্থাৎ দমকল কর্মীকে খবর দেয়ার পর তাদের পৌঁছানো পর্যন্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে যদি অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা দিয়ে সেটি নিভিয়ে ফেলা যায় বা অন্তত নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো

সম্ভব বলে জানিয়েছেন একেএম শাকিল নওয়াজ। প্রাথমিক অবস্থায় ভবনে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে এই অগ্নি-নির্বাপণ সম্ভব, যার মধ্যে রয়েছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার, পানির ব্যবস্থা, ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট, স্প্রিঙ্কলার, হোস রিল, রাইজার, পাম্প, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, স্মোক ডিটেক্টর ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলো নতুন পুরানো সব ভবনেই করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন মি. নওয়াজ। তবে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত ভবন ভেদে এই ইকুইপমেন্টের সংখ্যা বা লোড ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত আবাসিক ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবনে দুই ধরনের ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা হয়।

সেফটি ম্যানুয়াল অনুযায়ী, প্রতি এক হাজার বর্গফুটের জন্য একটি করে এবিসি ড্রাই কেমিকেল ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের জায়গাগুলোয় একটি সিওটু বা কার্বনডাই অক্সাইড ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখতে হবে। সহজ করে বললে পুরো ভবনের মোট ফায়ার এক্সটিংগুইশারের ৭০ শতাংশ হবে এবিসি ড্রাই কেমিকেল ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং ৩০ শতাংশ হবে কার্বনডাই অক্সাইড ফায়ার এক্সটিংগুইশার। উচিত হবে ভবনের প্রতিটি তলায় বর্গফুট হিসেবে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বসানো এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পরিবর্তন করা। এই ফায়ার এক্সটিংগুইশার কীভাবে ব্যবহার করা হয়, সেটি মহড়ার মাধ্যমে ভবনের প্রতিটি সদস্য শেখা উচিত বলে মনে করেন মি. নওয়াজ। এছাড়া ফায়ার বিধিমালায় রান্নাঘরের চুলার আগুন নির্বাপণের জন্য ওয়েট কেমিক্যাল সিস্টেম রাখার কথা বলা আছে।

আগুন নেভানোর আরেকটি কার্যকর উপায় হলো স্প্রিঙ্কলার। এটি মূলত ভবনের ছাদে বসানো শাওয়ারের মতো একটি ব্যবস্থা যা ভবনের পানি সঞ্চালন লাইনের সাথে যুক্ত থাকে। কোনো একটি স্থানের তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেলে এই স্প্রিঙ্কলার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরিত হয়ে পানি ছেটাতে শুরু করে। এতে আগুন নিভে যায়। চেষ্টা করতে হবে প্রতি ২০০ বর্গফুট জায়গায় একটি করে স্প্রিঙ্কলার হেড বসাতে। মি. নওয়াজের মতে, ভবন যদি বহুতল বিশিষ্ট হয় সেটা বাণিজ্যিক হোক বা আবাসিক তাহলে স্প্রিঙ্কলার লাগাতে হবে। আবার এক তলা বিশিষ্ট হলেও সেটি যদি পণ্যের গুদাম বা কেমিকেল রাখার কাজে ব্যবহার হয় তাহলেও স্প্রিঙ্কলার লাগানো প্রয়োজন। এই কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করতে পারলে যে-কোনো ভবনে প্লাটিনাম আওয়ারের মধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব বলে মনে করছেন তিনি। আগুন যদি ছড়িয়েও যায় তাহলে দমকল বাহিনী যেন কার্যকর উপায়ে অগ্নি-নির্বাপণ করতে পারে, সেজন্য ভবনের ভেতরে কিছু ব্যবস্থা রাখতে হবে। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিটি ভবনে পর্যাপ্ত পানি পৌঁছানো নিশ্চিত করা। এজন্য প্রতিটি তলায় ৩৩ মিটার জায়গার জন্য একটি করে হোস রিল বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন মি. নওয়াজ। যার ব্যাস হবে হবে দেড় ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চির মতো। একে ল্যান্ডিং ভালভও বলা হয়। এই হোস রিলে পানি আসে রাইজারের মাধ্যমে। রাইজার হলো ভবনের ভেতরে পানির পাইপের একটি ব্যবস্থা যা দুর্ঘটনার সময় হোস রিলে দ্রুত পানি সরবরাহ করে। ফায়ার বিধিমালা অনুযায়ী, প্রতি তলার ছয়শো বর্গমিটার ফ্লোর এরিয়ার জন্য একটি ও অতিরিক্ত ফ্লোর এরিয়ার জন্য আরও একটি রাইজার পয়েন্ট থাকতে হবে। এজন্য ন্যূনতম ৫০ হাজার গ্যালন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার রাখার কথাও বিধিমালায় বলা হয়েছে। রিজার্ভার থেকে পানি যাতে নেয়া যায়, সেজন্য ড্রাইভওয়ে থাকতে হবে। অগ্নি-নিরোধক সামগ্রী দিয়ে ফায়ার ফাইটিং পাম্প হাউজ নির্মাণের কথাও বিধিমালায় আছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যালার্ম সিস্টেম চালু থাকলে অগ্নিকাণ্ডের সাথে সাথে সবাই সতর্ক হতে পারে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। নতুন পুরানো সব ভবনে স্মোক ডিটেক্টর এবং অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন এবং সেগুলো কাজ করছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন মি. নওয়াজ। তিনি জানান, এতে আগুন লাগলে পুরো ভবনের বাসিন্দারাই আগুন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং দ্রুত তারা ভবন খালি করে নিচে নেমে আসতে পারেন। ফলে প্রাণহানি ব্যাপকভাবে কমানো সম্ভব।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সাবেক পরিচালক এবং অগ্নি-নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বিএম ইন্টারন্যাশনাল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর একেএম শাকিল নওয়াজের মতে, আবাসিক ভবন ছয়তলার বেশি হলে দুটি সিঁড়ি থাকতে হবে এবং সিঁড়িগুলো কমপক্ষে তিন ফুট প্রশস্ত হতে হবে। আবার বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে জনবলের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সিঁড়ি কম বেশি হতে পারে। যদি ৫০০ জনের কম মানুষের আনাগোনা হয়, তাহলে অন্তত দুটো সিঁড়ি থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন মি. নওয়াজ। জানান, ৫০০ থেকে এক হাজার মানুষের আনাগোনা থাকলে তিনটি সিঁড়ি। তার বেশি হলে চারটি সিঁড়ি রাখতে হবে। পুরনো ভবনে চাইলে সংস্কার করে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। সিঁড়ির চারদিকে যদি আগুন প্রতিরোধক রক উল বসানো হয়, সিলিকনের প্রলেপ দেয়া থাকে কীংবা ক্যালসিয়াম সিলিকেট বোর্ড ব্যবহার করা হয় তাহলে আগুন টানা তিন-চার ঘণ্টার জন্য প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে প্রতি অন্তত ১০ তলা পরপর রিফিউজ এরিয়া অর্থাৎ আগুন, তাপ ও ধোঁয়ামুক্ত নিরাপদ ফাঁকা এলাকা রাখার কথা ফায়ার বিধিমালায় বলা রয়েছে।

ভবন নির্মাণের সময় দেয়াল, ছাদ, মেঝে, দরজা এবং আসবাবপত্রের জন্য আগুন-প্রতিরোধী বা অ-দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করাও নিরাপদ থাকার আরেকটি উপায় হতে পারে বলে জানিয়েছেন মি. নওয়াজ। এক্ষেত্রে সিনথেটিক বা

হাইড্রোকার্বন উপাদান থাকে এমন উপকরণ যেমন পারটেক্স বোর্ড দিয়ে ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা না করাই ভাল। এটি অত্যন্ত দাহ্য। এসব উপাদানের মাধ্যমে একদিকে যেমন আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যদিকে তেমনি আগুন লাগলে এসব উপাদান পুড়ে বিষাক্ত ধোয়া তৈরি হয়, যা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে মানুষ প্রায় সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এমনকী মারাও যেতে পারে। ফলে আগুনে প্রাণহানির সংখ্যা বাড়ে।

ভবনগুলোয় আগুন লাগার পেছনে অন্যতম বড় কারণ হলো বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট। বৈদ্যুতিক সংযোগ সুরক্ষিত না থাকলে শর্ট সার্কিট হয়। আর এই সুরক্ষা নির্ভর করে ক্যাবলের ওপরে কী ধরনের আবরণ দেয়া আছে তার ওপর। আবাসিক ভবনগুলোয় সাধারণত তামার তারের ওপর পিভিসির আবরণ দেয়া থাকে। এই আবরণ মাইনাস ৫৫ থেকে ১০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম, যা শর্ট সার্কিট বা যেকোনো অগ্নি-দুর্ঘটনায় সুরক্ষা দেয়। এক্সপিএলই আবরণের সহনশীলতা এর চাইতেও বেশি। বিদ্যুতের লোড অনুযায়ী যদি ক্যাবল ব্যবহার করা না হয়, তখন সেটি গরম হয়ে যায়। ফলে ধীরে-ধীরে ক্যাবলের উপরে প্লাস্টিকের আবরণ নষ্ট হয়ে দুটো ক্যাবল মিলে গিয়ে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বাড়ি নির্মাণের সময় বৈদ্যুতিক লাইনে যেন মানসম্পন্ন ক্যাবল ব্যবহার করা হয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের লোড যেন সীমার মধ্যে রাখা হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের অপারেশন্স ও মেইনটেন্যান্স বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী। বহুতল ভবনগুলোয় এসি, হিটিং, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সংযোগের জন্য যে পাইপগুলো টানা হয়, সেগুলো যায় ডাক্ট লাইন এবং ক্যাবল হোলের ভেতর দিয়ে। এই ডাক্ট লাইন ও গর্ত দিয়ে ধোঁয়া এবং আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। মি. নওয়াজ বলছেন, ডাক্ট লাইন ও ক্যাবল হোলগুলো আগুন প্রতিরোধক উপাদান দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে।

সাধারণত বড় বড় বাণিজ্যিক ভবনগুলোয় অগ্নি মহড়া হতে দেখা যায়। অর্থাৎ হঠাৎ আগুন লাগলে সবাই কীভাবে, কোন পথে নিরাপদে বেরিয়ে আসবেন, কীভাবে প্রাথমিক পরিস্থিতিতে অগ্নি-নির্বাপণ করবেন, যন্ত্রগুলো কীভাবে ব্যবহার করবেন তা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গ্রিন রোডের বাসিন্দা আবুল মনসুর আহমেদও মনে করেন, ঢাকার অগ্নি-দুর্ঘটনার যে পরিস্থিতি তা বিবেচনা করলে আবাসিক ভবনও নিরাপদ নয়। এখানেও অগ্নি-মহড়ার প্রয়োজন আছে। আবাসিক ভবনে যদি অগ্নি-মহড়ার পরিকল্পনা কেউ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে সবার আগে বিষয়টি নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন মি. নওয়াজ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বেসরকারি বাস পরিবহনের মালিক-শ্রমিক সংগঠন সরকারের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান: টিআইবি

বাংলাদেশের বেসরকারি বাস পরিবহন খাতের মালিক-শ্রমিক সংগঠন সরকারের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। `ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার, শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ঢাকার ধানমন্ডিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, বাস কোম্পানির প্রায় ৯২ শতাংশের মালিক ও পরিচালনা পর্ষদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে, ৮০ শতাংশ ক্ষমতাসীন দল ও বাকি ১২ শতাংশ অন্য দলের। এর ফলে এই জনগুরুত্বপূর্ণ খাতটি যাত্রীবান্ধব গণপরিবহন হয়ে উঠবে এমন প্রত্যাশা থাকলেও, বাস্তবে তা জিম্মি হয়ে গেছে এসব মালিক শ্রমিকদের সংগঠনের কাছে। আর এই জিম্মিদশার সুযোগ নিয়ে অনৈতিক সুবিধা ভোগ করছে সিন্ডিকেট। এই জিম্মি দশা এতটাই প্রকট যে, মালিক-শ্রমিকের আঁতাতের কারণে তাদের আচরণ অবস্থাদৃষ্টে সরকারের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হিসেবে মনে হয়। ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে সরকার তার নিজের প্রণীত আইন ও নিয়মনীতি বাস্তবায়নে সফল হচ্ছে না। প্রত্যাশিত সেবাও নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না, একইসঙ্গে এ খাতের সাধারণ শ্রমিকেরাও তাদের মৌলিক অধিকারসহ ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিবহন খাতের সংশ্লিষ্টদের ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, "বাস পরিবহন ব্যবসায় বিভিন্ন আঙ্গিকে চাঁদাবাজি ও অবৈধ লেনদেনের ঘটনা ঘটে। এ সকল ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন, হাইওয়ে পুলিশ, মালিক-শ্রমিক সংগঠনের যোগসাজস রয়েছে। বিআরটিএ তার নির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে। যাত্রী সেবার ব্যর্থতা ঢাকতে লোকবল সংকটকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। বিআরটিএর অনিয়ম-দুর্নীতি ও অবৈধ লেনদেনের সবই চলছে যোগসাজশের মাধ্যমে। অবস্থা প্রকটতর হয়ে ওঠার কারণ হচ্ছে, এই দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভের অংশীদার কম-বেশি সংশ্লিষ্ট সকলে। এ খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত সকলকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে আহ্বান জানাই আমরা। কারণ, দুর্নীতি অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তা আরও বিকশিত হয়।„ গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বছরে প্রায় ১ হাজার ৬০ কোটি টাকা চাঁদা বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ হিসেবে দিতে বাধ্য হন বাস মালিক ও কর্মী/শ্রমিকেরা। এর মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা দলীয় পরিচয়ে সড়কে চাঁদাবাজি হয় বলে উঠে এসেছে গবেষণায়। এ ছাড়া, রাজনৈতিক সমাবেশ, বিভিন্ন দিবস পালন, টার্মিনালের বাইরে (রাস্তায়) পার্কিং এবং সড়কের বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও

`টোকেন বাণিজ্যে,র জন্য বাস মালিক ও কর্মী/শ্রমিকেরা চাঁদা বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেয় বা দিতে বাধ্য হয় বাস মালিক। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অংশ হলো নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ ও হালনাগাদ বাবদ ঘুষ, বাস মালিক-শ্রমিকদের বিআরটিএকে বছরে ঘুষ দিতে হয় ৯০০ কোটি টাকার বেশি। বাস পরিবহন খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির মহোৎসবের কেন্দ্রে রয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থনপুষ্টদের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। মালিক সংগঠনের নেতাদের অধিকাংশ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জরিপে অংশগ্রহণকারী ২২টি (১৩ দশমিক ১ শতাংশ) কোম্পানির কাছে ৮১ দশমিক ৪ শতাংশ বাসের মালিকানা রয়েছে এবং এ সব বৃহৎ বাস কোম্পানির প্রায় ৯২ শতাংশের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যের সঙ্গে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল (৮০ শতাংশ) এবং অন্য রাজনৈতিক দলের (১২ শতাংশ) প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তারা মালিক ও শ্রমিক সংগঠনে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার পাশাপাশি নীতি করায়ত্ব করার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরির মাধ্যমে খাতটিকে জিম্মি করে রেখেছেন। বাস পরিবহনে অনিয়ম ও দুর্নীতির আরও প্রকট উদাহরণ হলো, জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মী/শ্রমিকদের ৪০ দশমিক ৯ শতাংশের মতে, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এক বা একাধিক বাসের নিবন্ধনসহ কোনো না কোনো সনদের ঘাটতি আছে। ২৪ শতাংশ কর্মী/শ্রমিকের মতে, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কোনো না কোনো বাসের ফিটনেস সনদ নেই এবং ২২ শতাংশ বলেছেন বাসের রুট পারমিট নেই। রয়েছে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসে পেশাদার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও লাইসেন্সধারী চালকের সংকট। এছাড়া জরিপে অংশগ্রহণকারী ১১ দশমিক ৯ শতাংশ বাস মালিক জানান তাদের কোম্পানিতে এক বা একাধিক পেশাদার লাইসেন্সবিহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্সধারী চালক আছে। জরিপের ২২ দশমিক ২ শতাংশ কর্মী/শ্রমিকের তথ্যানুযায়ী মদ্যপান বা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে চালক গাড়ি চালান এবং কন্ডাক্টর/হেলপার/সুপারভাইজার বাসে দায়িত্ব পালন করেন। তা ছাড়া চলন্ত বাসে চালকরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। ফলে অনেকসময় প্রাণহানিসহ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বাস পরিবহনে অনিয়মের উদাহরণের মধ্যে আরও রয়েছে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, অতিরিক্ত আসন সংযোজন, নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ইত্যাদি। জরিপে অংশগ্রহণকারী সিটি সার্ভিসের ৮৯ দশমিক ২ শতাংশ এবং আন্তঃজেলার ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ কর্মী/শ্রমিকের মতে, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বাসে নিয়ম অনুযায়ী টায়ার, ইঞ্জিন অয়েল, ব্রেক সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি ইত্যাদি পরিবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। বাসের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত না করায় তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির গাড়ি সড়ক পথে কালো ধোঁয়া নির্গমন বা নিঃসরণ করে। অনেক ক্ষেত্রে বাস মালিকেরা নকশা পরিবর্তন করে বাসে অতিরিক্ত আসন সংযোজন করে যাত্রী পরিবহন করে থাকে। সিটি সার্ভিসের কর্মী/শ্রমিকদের ৪০ দশমিক ৪ শতাংশ বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির গাড়িতে নকশা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত আসন সংযোজন করা হয়েছে। বাস পরিবহন ব্যবস্থার জরিপে অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া আরেকটি উদ্বেগজনক চিত্র হলো ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ নারী বাসযাত্রী যাত্রাপথে কোনো না কোনো সময় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বা হতে দেখেছেন। এ হার আন্তঃজেলা (দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক) বাসের ক্ষেত্রে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ এবং সিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ। যৌন হয়রানির শিকার নারীদের মধ্যে ৮৩ দশমিক ২ শতাংশ সহযাত্রী এবং ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ হেলপার দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। গবেষণা প্রতিবেদনে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার নিশ্চিতে ১৫ দফা সুপারিশ করেছে টিআইবি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ এলিনা)

দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করা হয়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বাজার মনিটরিং করতে জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের তৃতীয় দিনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিবেশন শেষে তিনি এ কথা জানান। আসাদুজ্জামান খান বলেন, "দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করেছি তারা যেন প্রতি মাসে এবং প্রয়োজন হলে প্রতি সপ্তাহেই বাজার মনিটরিং করে। যাতে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকে, সে বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।„ তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে জেলা প্রশাসকেরা তেমন কোনো কথা বলেননি। তারা মাদকদ্রব্য নিয়ে কথা বলেছেন। জেলখানায় কয়েদিদের আরও একটু ভালো খাবার দেওয়ার কথা বলেছেন। ... অচল বন্দীদের কীভাবে আরও একটু ছাড় দেওয়া যায় এবং ভার্চুয়াল কোর্ট বাংলাদেশের সব জায়গায় চালু করা যায় কি না। আসাদুজ্জামান খান বলেন, "বিশেষ করে জঙ্গিদের আনা নেওয়ায় রিস্ক থাকে। এই ধরনের কয়েদিদের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে কাজ করা যায় কি না সেটা নিয়ে তারা বলেছেন। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব বলে জানিয়েছি।„ তিনি বলেন, আমাদের সচিবরা কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে জেলা পর্যায়ে যে কোর কমিটি রয়েছে, তারা যেন প্রতি মাসে একটি সভা করে। যাতে সবার সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক থাকে এবং কোনো অসুবিধা হলে সেগুলো যেন দ্রুত সমাধান করতে পারেন। আসাদুজ্জামান খান আরও বলেন, নদী পথে যত্রতত্র বালু উত্তোলন না করে সে বিষয়েও ডিসিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাদের পাশে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন থাকবে। যখন তাদের প্রয়োজন হবে নিরাপত্তা বাহিনী পাশে থাকবে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ এলিনা)

গ্রাম আদালতকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার ক্ষমতা দিয়ে সংসদে বিল উত্থাপন

গ্রাম আদালতকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা দিয়ে `গ্রাম আদালত (সংশোধন) বিল, ২০২৪, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এম তাজুল ইসলাম বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন এবং তা পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট যাচাই কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটিকে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-সহ পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে, কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে আদালত কাজ করতে পারে না। খসড়া আইনে বলা হয়েছে, কোনো সদস্যের অনুপস্থিতিতে বিতর্কিত কোনো বিষয়ে ভোট হলে এবং দুই পক্ষের পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে চেয়ারম্যানের ভোট পাওয়া দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। এছাড়াও, আগের আইনের কিছু উদাহরণে, `নাবালক, শব্দ ছিল, খসড়ায় তা বাদ দিয়ে `শিশু, শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৩ সালে, গ্রাম আদালত আইন সংশোধন করে, সরকার ৭৫ হাজার পর্যন্ত জরিমানা আরোপের অনুমতি দিয়েছিল। ২০২৩ সালের ২৩ অক্টোবর গ্রাম আদালতের জরিমানা করার ক্ষমতা ৭৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন লাখ টাকা করার প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে `গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আইনটি মঙ্গলবার সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় জনগণের ছোট-খাটো বিরোধের দ্রুত ও সহজ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৬ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে, সেই অধ্যাদেশ বাতিল করে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ প্রণয়ন এবং ২০১৩ সালে আইনের কিছু ধারা সংশোধন করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে ছোটখাটো বিরোধে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে কাজ করে গ্রাম সরকার। একই সঙ্গে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সহজ ও দ্রুত ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেও গ্রাম আদালত কাজ করে। গ্রাম আদালত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি আধা-আনুষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ এলিনা)

ডি–৮ দেশগুলোয় ইইউর মতো অভিন্ন মুদ্রা চালুর পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ডি–৮ জোটের দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মতো অভিন্ন মুদ্রা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো একটি অভিন্ন মুদ্রা চালু করতে পারলে খুব ভালো হবে।„ মঙ্গলবার (৫ মার্চ) তুরস্কের বাণিজ্য উপমন্ত্রী মুস্তাফা তিজকুর নেতৃত্বে ডি-৮ বাণিজ্যমন্ত্রীদের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। উল্লেখ্য, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বন্ধুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডি-৮ গঠন করা হয়েছে। এই জোটে রয়েছে বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক। প্রতিনিধিদলকে শেখ হাসিনা বলেন, "সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই আমার লক্ষ্য। এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে সক্ষম হব। ... ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর এটি অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।„ তিনি বলেন, "আমরা যদি আমাদের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে পারি তাহলে আমাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন হবে না।„ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডি-৮ এর উচিত ব্যবসা-বাণিজ্যে একটি পরিবারের মতো একসঙ্গে কাজ করা এবং নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে একে অপরকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে তিনি বলেন, তাদের দু-একটি প্রজন্ম বিপথে চলে যাচ্ছে। অনেকেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তিনি তাদের (রোহিঙ্গা) নিজ দেশে সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এটি দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে, বিশেষ করে মিয়ানমারে বর্তমান অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে তাদের প্রত্যাবাসনের পদক্ষেপ কঠিন হয়ে পড়ছে।„ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও ভরণপোষণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেন, ডি-৮ ও মুসলিম দেশগুলো তাদের জন্য সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে। গাজায় ইসরাইলি হামলার বিষয়ে আলাপকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের সমর্থনে শেখ হাসিনার অবস্থানের প্রশংসা করেন। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) বাস্তবায়ন এবং এর কার্যকারিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা। ডি-৮ দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বাণিজ্য জোরদারে সম্মত হওয়ায় কাউন্সিল অফ মিনিস্টার বৈঠকে `ঢাকা ডিক্লারেশন, পেশ ও গৃহীত হয়। প্রতিনিধিদল জানায়, বৈঠকে তারা ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বর্তমানে ১৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে রয়েছে। বৈঠকে বাণিজ্য

প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু, অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ এম জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ এলিনা)

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক: অবৈধ মজুত করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

অবৈধ মজুত করে কেউ যদি বাজার ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তাহলে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) সকালে রাজধানী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের (২০২৪) তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধিবেশন শেষে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, বাজার ব্যবস্থায় যদি কেউ অস্থিতিশীল বা মজুদ করে তাহলে তাদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। সে বিষয়ে ডিসিদের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কি না? এই প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ রকম কাজ করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বার বার অগ্নিকাণ্ড ঘটার প্রসঙ্গে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তদন্ত শেষ হয়ে যদি আদালতের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন আসে এবং সেখানে যদি মামলা শুরু করা হয়, এ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আমাদের প্রসিকিউশনকে যে নির্দেশনা দেওয়া দরকার সেটি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ডিসিরা কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন এবং আমাদের আইনসচিব সেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। মামলা জট নিরসনের জন্য ডিসিদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। আনিসুল হক আরও বলেন, যেসব মাল জব্দ করা হয়, সেসব মাল নিষ্পত্তির বিষয়ে কী করা উচিত এবং আধুনিকায়নের বিষয়ে কিছু প্রস্তাব এসেছে। আমরা ই-জুডিশিয়ালের কথা বলেছি। সেখানে কতটুকু সুবিধা হবে সে কথা বলেছি। তিনি বলেন, "আমি আমার বক্তব্যের প্রথমে ডিসিদের কাছে মামলা জটের বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছি। মামলা জট নিরসনের জন্য তারা যেন সহযোগিতা করেন। তিনি বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের বিরুদ্ধে একটা মামলা আছে। সেটা নিষ্পত্তি করার জন্য আমরা ত্বরিত পদক্ষেপ নেব এবং একটা বিষয়ে স্পষ্টকরণ করা হয়েছে। আনিসুল হক বলেন, অনেক সময় হাইকোর্ট বিভাগে কেউ যদি মামলা করে তখন হাইকোর্ট আবেদন নিষ্পত্তির জন্য একটা আদেশ দেন। সেক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতা দেখা দেয়, যে হাইকোর্টের আদেশ না বুঝে অনেক দেরি করা হয়। সে বিষয়ে স্পষ্টকরণ করে দেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, আইনসচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং আমি বলেছি, আবেদনটি ডিসপোজ করা বা সম্ভব হলে গ্রহণ করা। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে একটা জবাব দিয়ে এ ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে দেওয়া। সে বিষয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। এর থেকে বেশি কিছু ছিল না। আনিসুল হক আরও বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মামলার বিষয়ে আমি নিজেই তুলেছিলাম এবং বলেছি আমরা একটা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সুষ্ঠু নিষ্পত্তি চাই।

বিশেষ ক্ষমতা আইন

রহুল আলোচিত বিশেষ ক্ষমতা আইন পাস হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। এই আইন অনুযায়ী নির্বাহী কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য যে কাউকে আটক করতে পারে। ১৯৭৪ সালে ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। এই আইন পাসের পর আওয়ামী লীগ ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। সমালোচকেরা এই আইনটিকে 'কালো আইন' বলেও অভিহিত করেন। যেসব কারণে আইনটির সমালোচনা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আইনটির অধীনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন যে কাউকে আটক করার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা হয় বা অতিরিক্ত ব্যবস্থাদি বিশেষ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন করা হয়। ১৯৯১ সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটির ১৬, ১৭ ও ১৮ ধারা রদ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা হয়। আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় গেলে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর তারা আর সেটি বাতিল করেনি।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

যেসব পোর্টাল বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করা হচ্ছে : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত জানিয়েছেন, যেসব পোর্টাল বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "অনিবন্ধিত অনলাইন যেসব পোর্টাল আছে এবং যেসব পোর্টাল বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে, আমরা সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করাচ্ছি। একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে। যারা পেশাদার ও নিবন্ধিত আইনগতভাবে সিদ্ধ, সেগুলোই থাকবে এবং চলবে। যাতে করে সবকিছুর মধ্যে একটা জবাবদিহি থাকে এবং একটা শৃঙ্খলা থাকে। যেটা আপনারাও (সাংবাদিক) চান, বিভিন্ন সময় আপনারা দাবি করেন।„ মঙ্গলবার (৫ মার্চ) সকালে রাজধানী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের তৃতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক-টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধিবেশন শেষে গুজব বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "গুজব প্রতিরোধে আমরা কিছু আলাপ করেছি। দেখুন অনলাইনের মাধ্যমে যেসব গুজব ছড়ায়, সেখানে তো আমি

একা পারব না। আমাদের এখানে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আছেন। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। ডিসিরা কী ভূমিকা রাখতে পারেন- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তারা তো তৃণমূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের তথ্য পাঠাতে পারেন। প্রান্তিক পর্যায়ে কী ঘটনা ঘটছে, সেগুলো নিয়ে তারা অ্যাকশনে যেতে পারেন। আরও কিছু বিষয় আছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে। তিনি আরও বলেন, যেমন ক্যাবল অপারেটর যারা, তারা অনেক কিছু তাদের মতো কনটেন্ট দিয়ে দেয়, পরে অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছায়। এখানে সেই কন্টেন্টগুলো আসলে সঠিক কি না, ক্লিন ফিল্ডের যেসব বিষয় আছে, সেগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, এসব বিষয় আমরা তাদের বলেছি দেখার জন্য। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি নেতা হাফিজকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

রাজধানী ঢাকার গুলশান থানার নাশকতার মামলায় বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালতে উপস্থিত হয়ে হাফিজ উদ্দিন আহমেদ আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মামলা সূত্রে জানা যায়, পুলিশের কাজে বাধা ও ভাঙচুরের অভিযোগে ২০২৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর হাফিজ উদ্দিন আহমেদসহ তিনজনকে ২১ মাসের কারাদণ্ড দেয় আদালত। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপর দুজন হলেন বিএনপি নেতা এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং বিএনপির সাবেক নেতা মো. হানিফ। রায় ঘোষণার সময় হাফিজ উদ্দিন আহমেদ আদালতে হাজির ছিলেন না। আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ শারীরিক অসুস্থতার জন্য দেশের বাইরে চিকিৎসাধীন থাকায় এতদিন আদালতে উপস্থিত হননি। মঙ্গলবার তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। উচ্চ আদালতে আপিল করার শর্তে তিনি জামিন চান। আদালত হাফিজ উদ্দিনের জামিন আবেদন নাকচ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয়। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী এ মামলায় দণ্ডবিধির পৃথক দুই ধারায় এ কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। তাঁদের দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারায় তিন মাস এবং ৪৩৫ ধারায় দেড় বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত। বয়স বিবেচনায় তাদের এ কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে বিচারক রায়ে উল্লেখ করেন। তবে এ মামলায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে আপিল করে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ২০১১ সালে পুলিশের কাজে বাধা ও ভাঙচুরের অভিযোগে এ মামলা হয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

বাজার নিয়ন্ত্রণে সতর্ক অবস্থানে সরকার, মাঠ প্রশাসনকে কঠোর মনিটরিং-এর নির্দেশনা

রমজানে পণ্য সরবরাহ ও মূল্য ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি বাজারে পণ্যের দাম নিয়ে যারা কারসাজি করে তাদের কঠোর নজরদারিতে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতে নতুন সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম দিককার বিভিন্ন মন্ত্রিসভা বৈঠকে তিনি এসব নির্দেশনা দেন। ঐসব বৈঠকে মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়ারও কথা বলেছেন। বিশেষ করে আসন্ন রোজার মাসে দ্রব্যমূল্য ও রোজা সংশ্লিষ্ট পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি যেন স্বাভাবিক থাকে সেই বিষয়ে বার বার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাগিদ ও দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কারসাজি যারা করে তাদের দিকে দৃষ্টি বাড়াতে হবে। তিনি বলেছেন, খাদ্যপণ্য আমদানি করে সীমিত কয়েকটি গ্রুপ। তারাও এখানে সব সময় একটা খেলা খেলতে চায়। সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। একই সঙ্গে রমজান মাসে যে পণ্যগুলো বেশি লাগে সেগুলোর মূল্য যেন ঠিক থাকে এবং বাজারে যেন সরবরাহ নিশ্চত থাকে করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন শেখ হাসিনা। এমন বাস্তবতায় চলমান জেলা প্রশাসক সম্মেলনেও নানা নির্দেশনা তুলে ধরছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা। মঙ্গলবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের কার্য-অধিবেশন শেষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, কেউ পণ্যের মজুদ করে বাজার অস্থিতিশীল করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে (সকণ্ঠে) প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমি এখন আপনাদের মাধ্যমে সকলকে বলছি এরকম কাজ করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর পণ্যমূল্য সহনীয় রাখতে ডিসিদের নিয়মিত বাজার মনিটনিংয়ের নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। (সকণ্ঠে) আমরা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা প্রশাসকদের আমরা রিকোয়েস্ট করেছি তারা যেন প্রতিমাসেই এবং প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন হলে দ্রব্যমূল্য বিশেষ করে এই রোজার আগ দিয়ে যেন তারা একটা সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেই ব্যবস্থা করার জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ০৫.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তেলের দাম নির্ধারণ করা হবে: নসরুল হামিদ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তেলের দাম নির্ধারণ করা হবে। মঙ্গলবার বিকেলে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে তৃতীয় দিনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সেশন শেষে এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন নতুন একটা ফর্মুলা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে অনুমোদনও নেয়া হয়েছে যা চলতি সপ্তাহে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তেলের দাম বাংলাদেশে কমলে সীমান্ত দিয়ে পাচারের একটা আশঙ্কা থাকে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন বিষয়টি নজর রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশের তেলের দাম ডিজেল প্রতি লিটারে ১০৯ টাকা কলকাতাতে সেটা ১৩৩ টাকা। কাজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো ইতোমধ্যেই। প্রতিমন্ত্রী বলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরবচ্ছিন্ন রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের বিরাট ভূমিকা ছিল। সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। সামনে যে সময়টা আসছে মার্চসহ বিদ্যুত জ্বালানি নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। পরিবেশ নিয়েও কথা হয়েছে জেলা প্রশাসকদের সঙ্গেও। সেচসহ সবকিছুতে সৌর বিদ্যুতের আওতা কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়েও কথা বলেছেন জেলা প্রশাসকরা এমনটাই জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

এনএইচকে

প্রায় ৫ শতাংশ জিডিপি'র লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা চীনের

চলতি বছরে চীনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। জাতীয় গণকংগ্রেসে যোগ দিতে সারা দেশের প্রতিনিধিরা বেইজিংয়ে সমবেত হচ্ছেন। কংগ্রেসে চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এ বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার রূপরেখা ঘোষণা করেন। এই লক্ষ্যমাত্রা প্রায় পাঁচ শতাংশ, যা গত বছরের সমান। লি বলেন, চলতি বছরের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে না, তাই আমাদের নীতি সংক্রান্ত লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টাকে একত্রিত করতে হবে। চীনের মোট দেশজ উৎপাদন গত বছর ৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সরকারের প্রায় ৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রাকে পূরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সত্ত্বেও চীন এখনও তার অর্থনীতির জন্য বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মূলত শূন্য-কোভিড নীতির প্রভাব দেশটির অর্থনীতির পুনরুদ্ধারকে সার্বিকভাবে দুর্বল করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ পূর্বাভাস দিচ্ছে যে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এ বছর ৪.৬ শতাংশে নেমে আসবে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এর চেয়ে বেশি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে চীন সরকার সম্ভবত দেশটির অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার নীতিতে জোরারোপ করতে চাইছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চীন সম্ভবত মন্থর হয়ে পড়া রিয়েল এস্টেট বাজার এবং স্থানীয় সরকারের অর্থায়নের অবনতি মোকাবিলা করার উপায়গুলোতে মনোনিবেশ করবে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

ঋণের চাপে আত্মহত্যা বাড়ছে কেন?

ঋণের চাপে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে। সর্বশেষ সোমবার মেহেরপুরে একজন গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন। আরও একজন ব্যবসায়ী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এক সপ্তাহ আগে মুন্সীগঞ্জে দুই সন্তান নিয়ে একজন গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু ঋণের চাপে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার কারণ কী?

সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. নেহাল করিম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখানে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। গরিব আরো গরিব হচ্ছে। যার ন্যূনতম একটা সম্মানবোধ আছে, তিনি হয়ত আত্মহত্যা করছেন। কিন্তু আমাদের দেশে তো হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণখেলাপি হয়ে অনেকেই আয়েসে জীবন-যাপন করছেন। তাদের ওই সম্মানবোধটাই নেই। এখন পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গেছে, তাতে গরিব আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেকে জীবন বাঁচাতে ঋণ নিয়ে সেটারই ফাঁদে পড়ছে। যার ফলে এই ধরনের ঘটনায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে।„

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের নূর আলীর স্ত্রী নুরজাহান খাতুন এনজিওর ঋণের কিস্তির চাপে (৪২) গলায় ফাঁস দিয়ে লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। জানতে চাইলে স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আটটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলে নুরজাহান। একটা থেকে ঋণ নিয়ে আরেকটা শোধ করত। এভাবে করতে করতে তারা আর শোধ করতে পারেনি। ঋণের কিস্তির জন্য যখন চাপ দিচ্ছে, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টুকটাক বেধে যেত। শুধু নুরজাহান নয়, ঋণের চাপে আমার গ্রামের চারটি পরিবার পালিয়ে গেছে। এনজিওগুলো যেভাবে জাল বিছিয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের সেখান থেকে বের হয়ে আসা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।„

এনজিও বা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ কীভাবে কমানো যায়? জানতে চাইলে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এনজিও থেকে যে ঋণটা একজন নিচ্ছে, অন্যজন সেটা জানে না। কারণ তাদের ঋণের কোনো কেন্দ্রীয় সার্ভার নেই। যেমন ধরেন একটি

ব্যাংক থেকে আপনি যদি ঋণ নেন, সেটা সার্ভারে পরীক্ষা করলেই পাওয়া যাবে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে একজনের নামে একটি ঋণ থাকলে অন্য ব্যাংক সাধারণত আর দেয় না। কিন্তু গ্রামের একজন মানুষকে ৮-১০টি এনজিও ঋণ দিচ্ছে। তার হয়ত সেই ঋণ শোধ করার সামর্থ্যই নেই। তাহলে তিনি দেবেন কীভাবে? এজন্য আমরা বলছি, ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রেও একটা কেন্দ্রীয় সার্ভার থাকা প্রয়োজন এবং কোনো ব্যক্তিকে একাধিক এনজিও ঋণ দিতে পারবে না। এগুলো নিশ্চিত করতে না পারলে সংকট আরও বাড়বে।„

একই দিনে মেহেরপুরের গাংনীতে ঋণের কিস্তির টাকা দিতে না পেরে বিষপান করেছেন রিপন হোসেন (৩২) নামের একজন ব্যবসায়ী। যদিও তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। রিপন আলী গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের হাটপাড়া এলাকার বাসিন্দা। কেনো এমন করলেন? জানতে চাইলে রিপন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি মাংসের ব্যবসা করি, পাশাপাশি আমার একটা জুয়েলারিও আছে। আমি তিনটি এনজিও থেকে ৪ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছি। একটা এনজিও থেকে ৩ লাখ টাকা নিয়েছি। প্রতিমাসে সেখানে ৩০ হাজার টাকা দিতে হয়। এটা এক বছরে শোধ হওয়ার কথা। আরেকটা থেকে ৯৫ হাজার টাকা নিয়েছি, সেখানে মাসে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়। এটাও এক বছরে শোধ হওয়ার কথা। আরেকটা থেকে নিয়েছি ৭০ হাজার টাকা। সেখানে সপ্তাহে ৫ হাজার টাকা দিতে হয়। এটা ৫ মাসে শোধ হওয়ার কথা। জুয়েলারি ব্যবসায় আমার ৬ লাখ টাকার মতো বাকি আছে। সেই টাকা তুলতে পারছি না আবার এনজিওগুলোও ঋণের কিস্তির জন্য চাপ দিচ্ছে। এ কারণে এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার জন্য বিষপান করেছিলাম।„ এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ কী? জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এই ব্যর্থতা রাষ্ট্রের। সরকার এত ব্যাংক দিয়েছে। তারপরও ৪২ থেকে ৪৫ ভাগ মানুষ এখনো ব্যাংকিং সেবার বাইরে। যারা ব্যাংকিং সেবার বাইরে তারা তো প্রয়োজন হলে এনজিও থেকে ঋণ নেবে। কারণ ব্যাংকের সঙ্গে তো তাদের সম্পর্ক নেই। আর একাধিক এনজিও থেকে ঋণ নিলে তো ফাঁদে পড়তেই হবে। শহরে বিভিন্ন কাজের সুযোগ থাকলেও প্রত্যন্ত গ্রামে অসহায় দরিদ্র মানুষ সমস্যায় আছে। এজন্য স্থানীয় প্রশাসনের উচিত এসব দাদন ব্যবসায়ীকে নিয়ন্ত্রণ করা। পাশাপাশি দেশের সব মানুষকে ব্যাংকিং সেবার মধ্যে আনতে হবে। তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতি কমে আসবে।„

প্রসঙ্গত, এনজিও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে দেশিয় এনজিওর সংখ্যা ২ হাজার ৩১৮। এর মধ্যে অধিকাংশেরই আছে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। এ ছাড়া গ্রামে গ্রামে আছে মাল্টিপারপাস কোম্পানি, আছে নানা সমিতি ও দাদন ব্যবসায়ী। দেশের ৩ কোটি ৫২ লাখের বেশি পরিবার ক্ষুদ্রঋণ পরিষেবার আওতায় রয়েছে। ঋণ নেওয়ার পরের সপ্তাহ থেকে কিস্তি আদায় শুরু হয়। কৃষকের জমিতে ফসল ভালো না হলেও ঋণগ্রহিতাকে ঘরের গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, ঘটিবাটি বিক্রি করে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। যখন তাতেও কুলায় না, তখন ভিটেমাটি ও ঘর বিক্রি করতে হয়। এমনও বহু ঘটনা ঘটেছে যে, কিস্তি আদায়কারীরা ঋণের দায়ে ঋণগ্রহীতার ঘর ভেঙে নিয়ে গেছেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

রেডিও টুডে

নির্বাচনের সময় যে ওয়াদা করেছি তা পূরণ করবঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচনের সময় যে ওয়াদা করেছি তা পূরণ করব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে দেয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দল ও তার জোট অংশগ্রহণ করেনি। অন্য সব দল অংশগ্রহণ করেছে। আমরা নির্বাচন উন্মুক্ত করে দিয়েছি। অনেক প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এই নির্বাচনের লক্ষণীয় হলো মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। নারী ও প্রথম ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

মামলার জট কমাতে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ডিসিদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে : আইনমন্ত্রী

বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে যারা কারসাজি করবে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ডিসিদের সঙ্গে বৈঠকে শেষে আইনমন্ত্রী এ কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন মোবাইল কোর্টে হওয়া মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ডিসিদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সারাদেশে মামলার জট কমাতে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ডিসিদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এ সময় তিনি বলেন সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত শেষে মামলা হলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে প্রসিকিউশনকে নির্দেশ দেয়া হবে। এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনায় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক জানিয়েছেন রাজাকারের তালিকা যাচাই-বাছাই করে সরকারিভাবে শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

সরকার দেশকে পিতলের বাংলায় পরিণত করেছে : মঈন খান

দেশ ডামি সোনার বাংলায় পরিণত হয়েছে। মুখে সোনার বাংলার কথা বলা হলেও সরকার দেশকে পিতলের বাংলায় পরিণত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। এ সময় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা ছেড়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মঙ্গলবার সকালে সদ্য কারামুক্ত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র সদস্য সচিব আমিনুল হকের সাথে সাক্ষাৎ শেষে এসব কথা বলেন তিনি। মঈন খান বলেন, প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে সরে এসে দেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছাড়া সরকারের আর কোনো পথ খোলা নেই। দেশ থেকে সমস্ত সম্পদ বিদেশে পাচার করা রাজনীতির উদ্দেশ্য হতে পারে না।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাজনৈতিক সহিংসতার মামলায় মেজর (অব:) হাফিজকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত

রাজনৈতিক সহিংসতার মামলায় বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব:) হাফিজ উদ্দিন আহমেদের জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী এই আদেশ দেন। এদিন বিচারিক আদালতে মেজর হাফিজ আত্মসমর্পণ করার পর আইনজীবী তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ মেজর হাফিজের পক্ষে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। গত ২৮শে ডিসেম্বর আদালত তার ২১ মাসের কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ড দেন আদালত।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

সীমান্তে মৃত্যুর ঘটনা নিছকই দুর্ঘটনা : তারিক আহমেদ সিদ্দিক

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) তারেক আহমেদ সিদ্দিক বলেছেন, সীমান্তে মৃত্যুর ঘটনা হত্যাকাণ্ড নয়, এটি দুর্ঘটনা। তার মতে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত কিছু নয়; এতে দুই পক্ষেরই দোষ থাকে। আজ মঙ্গলবার ডিসি সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সম্মেলনে তারিক আহমেদ সিদ্দিক বলেন দেশের সংকটে সিভিল প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী একযোগে কাজ করবে। বাংলাদেশ কখনোই মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে বাংলাদেশ নাক গলায় না। তবে সীমান্তের উপর থেকে কোনো নিরাপত্তার শঙ্কা থাকলে সেনাবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে বলেও জানান তিনি। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর বেইলি রোডের নবাবী হোটেল ও রেস্তোরাটি সিলগালা করে দিয়েছে রাজউক

রাজধানীর বেইলি রোডের নবাবী হোটেল ও রেস্তোরায় ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করেছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউক। অভিযান শেষে রেস্তোরাঁটি সিলগালা করে দেয়া হয়। মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান ৪৬ জন। এরপর থেকে বিভিন্ন ভবন ও রেস্তোরাঁয় নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে প্রশাসন। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

প্রশাসনের লোকজনের ব্যর্থতা ঢাকতেই সারা ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁগুলোতে অভিযান

অভিযানের নামে সারা ঢাকা শহরের রেস্তারাঁগুলোতে প্রশাসন তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাসান। তিনি বলেন রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয়। মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি। তিনি আরো বলেন এখন অভিযান লোক দেখানো। যাদের দায়িত্ব এসব দেখাশোনা করার তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এখন অভিযান চালানো হচ্ছে। এতদিন তারা কোথায় ছিলেন? বিশ্বের সব দেশেই সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। তিতাস গ্যাস তো লাইনের অনুমোদন দিচ্ছে না সিলিন্ডার কে প্রমোট করার জন্য। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। সকালে রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন হলে আয়োজিত এক কনফারেন্সে তিনি এই আহ্বান জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা সেবা দিলে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে চাপ অনেক কমে যাবে। মানুষের ভোগান্তীও কমবে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

শ্রম আইন নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছে ইইউ : চার্লস হোয়াইটলি

শ্রম আইন নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে টেকসই অ্যাপারেল ফোরামের এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত আরো জানান আগামীতে ইউরোপ-সহ অন্যান্য উন্নত দেশের ক্রেতারা তাদেরই পণ্য কিনবে যারা পরিবেশ রক্ষা করে পণ্য উৎপাদন করে। তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসা সেদিকেই যাচ্ছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

এস আলম গ্রুপের চিনির গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণ এসেছে

দীর্ঘ আট ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ এসেছে চট্টগ্রামে এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজের গুদামের আগুন। আগুনে ১ লাখ টনের বেশি অপরিশোধিত চিনি পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছে এস আলম গ্রুপ। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মামুনুর রহমানকে প্রধান করে ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

শিক্ষার্থীকে গুলি করা সেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ভুক্তভোগীর বাবা

সিরাজগঞ্জের শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজে আরাফাত আমিন তমাল নামের তৃতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে গুলি করার ঘটনায় হত্যার চেষ্টা মামলা হয়েছে শিক্ষক ডা. রায়হান শরীফের বিরুদ্ধে। সোমবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর বাবা মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন। সিরাজগঞ্জ সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর বাবা বাদী হয়ে ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত শিক্ষক ডা. রায়হান শরীফ কে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুলহাস উদ্দিন জানিয়েছেন তুচ্ছ বিষয় কথা কাটাকাটি জেরে ওই শিক্ষার্থীকে গুলি করেন শিক্ষক আরাফাত। এদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার চেয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসকদের বাজার মনিটরিং করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতি মাসে এমনকি প্রয়োজন হলে প্রতি সপ্তাহে জেলা প্রশাসকদের বাজার মনিটরিং করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। জেলা প্রশাসকদের বলা হয়েছে তারা যেন প্রতি মাসে এবং প্রয়োজন হলে প্রতি সপ্তাহে বাজার মনিটরিং করেন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

উপজেলা হাসপাতালে ডাক্তার না থাকলে গ্রামের মানুষ ভালো চিকিৎসা কোথায় পাবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন বলেছেন জাতীয় সংসদে গেলে সংসদ সদস্যরা আমাকে বলেন তার এলাকায় চিকিৎসক থাকে না। যেখানেই যাই সেখানেই হাসপাতালে ডাক্তার থাকে না শুনতে পাই। মঙ্গলবার রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন হলে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউরো সার্জেন্ট আয়োজিত সম্মেলনে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ সময় তিনি আরো বলেন চিকিৎসকদের নানারকম সমস্যা ও প্রতিকূলতা আছে তা আমি জানি; কিন্তু মানুষকে চিকিৎসা দিতে হবে। উপজেলা হাসপাতালে যদি ডাক্তার থাকতে না চায় তাহলে গ্রামের মানুষ কোথা থেকে ভালো চিকিৎসা পাবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ক্ষমতায় টিকে থাকতে হাজারো পরিবারকে শেষ করা হয়েছে : মির্জা আব্বাস

বিএনপির স্থায়ী কমিটির আর এক সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হাজারো পরিবারকে শেষ করা হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে। তিনি আরো বলেন, এই সরকার কখনোই টিকে থাকতে পারবে না। জনরোষে তাদের বিদায় নিতে হবে। মঙ্গলবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মির্জা আব্বাস। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

দুই ভাগে রাজাকারের তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে : আ ক ম মোজাম্মেল হক

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, দুইভাগে রাজাকারের তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। একটি হচ্ছে সক্রিয়ভাবে যারা কাজ করেছে। যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে রাস্তাঘাট চিনিয়ে নিয়ে বাড়ি-ঘর পোড়ানোর সহযোগিতা করেছে, লুটপাট করতে সহযোগিতা করেছে, অস্ত্র নিয়ে, ট্রেনিং নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের একটি তালিকা। আর একটি হচ্ছে যারা রাজাকার হিসেবে নাম দিয়ে রেখেছে জীবন বাঁচানোর জন্য। তখন হয়তো কিছু বলার ছিল না। মঙ্গলবার ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলনের তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বক্তব্যকে বিকৃত করে গুজব রটিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন জেলা প্রশাসক সম্মেলনে তার দেয়া বক্তব্যকে বিকৃত করে গুজব রটিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এজন্য একটি রাজনৈতিক দলকে দায়ী করেছেন তিনি। তবে ওই দলের নাম বলেননি মন্ত্রী। মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রনালয়ে আয়োজিত ব্রিফিং এ মহিবুল হাসান চৌধুরী এসব কথা

বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা বারবার বলছি কওমি মাদ্রাসা বাংলাদেশে আছে, অবশ্যই থাকবে। কারণ আমরা আইন দ্বারা সেই কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

পরিবহন খাতে ঘুষের টাকা দিনশেষে বিভিন্ন মহলে ভাগাভাগি হচ্ছে : টিআইবির নির্বাহী পরিচালক

পরিবহন খাতে ঘুষের টাকা দিন শেষে বিভিন্ন মহলে ভাগাভাগি হচ্ছে। তাই কাঙ্ক্ষিত যাত্রী সেবা মিলছে না। এমন মন্তব্য করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান। মঙ্গলবার পরিবহন ব্যবসা নিয়ে টিআইবির এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান বলেন, গণপরিবহনের ৩৫ শতাংশের বেশি নারী যৌন হেনস্তার শিকার হন। এই সেক্টরের নেতারা ক্ষমতাসীন দলের সাথে জোগ-সাজসে চলে। তাই প্রত্যাশিত মানের সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রাফিক পুলিশ হাইওয়ে পুলিশ ও বিআরটিএ সবার সমন্বয়ে দুর্নীতি চলছে বলেও অভিযোগ করেন নির্বাহী পরিচালক। পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো যাত্রী সেবা নিশ্চিত করতে সংবাদ সম্মেলনে ১৫ দফার সুপারিশ দিয়েছে টিআইবি।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বেইলি রোডের চারটি রেস্তোরাঁ ও একটি শপিংমলের মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে রাজউক

রাজধানীর বেইলি রোডে চারটি রেস্তোরাঁ ও একটি শপিংমলের মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউক। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মনির হোসেন হাওলাদারের নেতৃত্বে রাজউকের একটি দল সুলতান'স ডাইন, নবাবী ভোজ রোস্টার ক্যাফে এবং পিজ্জা মাস্টার্ন রেস্টুরেন্ট সিলগালা এবং সুইচ বেকারি ও ক্যাপিটাল সিরাজ সেন্টার শপিংমলের মালিককে জরিমানা করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাগজপত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্যাপিটাল সিরাজ সেন্টার শপিংমলের মালিককে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নবাবী ভোজ রেস্টুরেন্টে যথাযথ অনুমতি ছাড়া পরিচালনা করার জন্য সিলগালা করা হয়েছে। আর যথাযথ কাগজপত্র সরবরাহ করতে না পারায় সুলতান,স ডাইন-সহ তিনটি রেস্টুরেন্ট সিলগালা করা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

খিলগাঁও এলাকায় অনেক মালিক তাদের রেস্টুরেন্ট বন্ধ রেখেছেন

রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অভিযানের খবর পেয়ে অনেক মালিক তাদের রেস্টুরেন্ট বন্ধ রেখেছেন। সিটি কর্পোরেশনের অভিযান পরিকল্পনাকারী দল আজ কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালাতে যায়। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই একটি লাল ব্যানার ঝুলিয়ে রেস্টুরেন্ট বন্ধ রেখেছে কাচ্চি ভাই কর্তৃপক্ষ। ভবনটিতে সিরাজ চুই গোস্ত নামে একটি রেস্টুরেন্টেও একই ব্যানার টানানো, যাতে লেখা রেস্টুরেন্টের উন্নয়ন কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানটি সাময়িক বন্ধ। ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানী বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান ৪৬ জন। এরপর থেকে বিভিন্ন ভাবন ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চালাচ্ছে প্রশাসন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

আসন্ন রমজানের সময় ব্যাংকের লেনদেনের সময় ৩০ মিনিট কমেছে

আসন্ন রমজানের সময় ব্যাংকের লেনদেনের সময় ৩০ মিনিট কমছে। রোজার মাস জুড়ে ব্যাংকের লেনদেন করা যাবে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। সেই হিসাবে রমজানে ব্যাংকে বিরতিহীনভাবে লেনদেন চলবে পাঁচ ঘণ্টা। বর্তমানে ব্যাংকের লেনদেন চলে সকাল দশটা থেকে বেলা ৩:৩০টা পর্যন্ত মোট সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। বাংলাদেশ ব্যাংক মঙ্গলবার রমজানে ব্যাংকিং লেনদেনের নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। লেনদেনের সময়সীমার পাশাপাশি রমজানে ব্যাংকের অফিস সময়সূচিও পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে রমজানে ব্যাংকের অফিসসূচি হবে সকাল সাড়ে নয়টা হতে বেলা চারটা পর্যন্ত। বর্তমানে এই অফিসসূচি সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। রোজার শেষে ব্যাংকের অফিস ও লেনদেনের সময়সূচি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

মামলা জট কমাতে জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা চাইলেন আইনমন্ত্রী

মামলা জট কমাতে জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা চাইলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে মন্ত্রী এ সহযোগিতা চান। তিনি অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ কার্য অধিবেশন হয়। তিনি বলেন, `আমি আমার বক্তব্যে প্রথমে ডিসিদের কাছে মামলা জটের বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছি। মামলা জট নিরসনের জন্য তারা যেন সহযোগিতা করে। দ্বিতীয় কথা যেটা বলেছি সেটা হলো, সকলের কাছে বিশেষ করে ডিসিদের জন্য একটা ইস্যু, সেটা হলো মোবাইল কোর্ট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে একটা মামলা আছে। সেটা নিষ্পত্তি করার জন্য আমরা তড়িৎ পদক্ষেপ নিবো এবং একটা বিষয়ে স্পষ্টিকরণ করা হয়েছে, সেটা হলো অনেক সময় হাইকোর্ট বিভাগে

কেউ যদি মামলা করে তখন হাইকোর্ট আবেদন নিষ্পত্তির জন্য একটা আদেশ দেন। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতা দেখা দেয়, যে হাইকোর্টের আদেশ না বুঝে অনেক দেরি করা হয়। সে বিষয়ে স্পষ্টিকরণ করে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, আইন সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং আমি বলেছি আবেদনটি ডিসপোজ করা বা সম্ভব হলে গ্রহণ করা। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে একটা জবাব দিয়ে এ ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে দেওয়া। সে বিষয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। এর থেকে বেশি কিছু ছিল না।' মোবাইল কোর্টের মামলার বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, 'মোবাইল কোর্টের মামলার বিষয়ে আমি নিজেই তুলেছিলাম এবং বলেছি আমরা একটা তড়িৎ পদক্ষেপ নিয়ে সুষ্ঠু নিষ্পত্তি চাই।' ডিসিরা কি বলেছেন এবং আপনার তরফ থেকে তাদের কি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে জানতে আইনমন্ত্রী বলেন, 'ডিসিরা কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন এবং আমাদের আইন সচিব সে প্রশ্নের জবাবে দিয়েছেন। যেসব মাল জব্দ করা হয়, সেসব মাল নিষ্পত্তির বিষয়ে কি করা উচিত এবং আধুনিকায়নের বিষয়ে কিছু প্রস্তাব এসেছে। আমরা ই-জুডিসিয়ারির কথা বলেছি। সেখানে কতটুকু সুবিধা হবে সে কথা বলেছি।' বাজার ব্যবস্থায় যদি কেউ অস্থিতিশীল করে বা মজুদ করে তাহলে তাদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন, সেই বিষয়ে ডিসিদের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে আনিসুল হক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নিজেই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য ১৯৭৪ সালে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট করা হয়েছিল। বিশেষ এই কারণটাকে চিহ্নিত করার জন্য এই অ্যাক্ট করা হয়েছে। আর আমি এখন আপনাদের মাধ্যমে বলছি, এ রকম কাজ করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সম্প্রতি রেস্টুরেন্টে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে, আইনের শাসন না থাকার কারণে এ ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে বা গাফিলতির জন্য ঘটছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আইনমন্ত্রী বলেন, 'তদন্ত শেষ হয়ে যদি আদালতের কাছে তদন্ত রিপোর্ট আসে এবং সেখানে যদি মামলা শুরু করা হয় তাহলে আমি আপনাদের আস্বস্ত করতে চাই এই মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আমাদের প্রসিকিউশনকে যে নির্দেশনা দেওয়া দরকার সেটি দেওয়া হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

দুইভাগে রাজাকারের তালিকা প্রণয়নের কাজ হচ্ছে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

দুই ভাগে রাজাকারের তালিকা প্রণয়নের কাজ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ কার্য অধিবেশন হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের যেসব কাজকর্ম চলছে, যেমন, বধ্যভূমি, যুদ্ধকালীন ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীর নিবাস, সেসব কাজকর্ম যেন যথাযথভাবে হয়, সেজন্য ডিসিদের তদারকি ও তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যেসব সমস্যা আছে বা কিছু নিয়ে গেলে সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।' রাজাকারের তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'রাজাকারের তালিকার জন্য আলাদা কমিটি আছে। সরকারিভাবে যে তালিকা ছিল, সেটা কিন্তু আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলাম। তখন দেখা গেলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা যুদ্ধের স্বপক্ষে ছিল এমন মানুষের নাম তালিকায় এসেছে। তখন দেশবাসী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু রেকর্ডে তাদের নাম ছিল।' মোজাম্মেল হক বলেন, 'এখন আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি। একটি হলো সক্রিয়ভাবে যারা কাজ করেছে। যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে রাস্তা-ঘাট চিনিয়ে নিয়ে বাড়ি-ঘর পোড়ানোর জন্য সহযোগিতা করেছে, লুটপাট করার জন্য সহযোগিতা করেছে, অস্ত্র নিয়ে, ট্রেনিং নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের একটি তালিকা। আরেকটি হচ্ছে, যারা রাজাকার হিসেবে নাম দিয়ে রেখেছে জীবন বাঁচানোর জন্য। তখন হয়ত কিছু বলার ছিল না। এগুলো নিয়ে এখন খুবই বিভ্রান্তি-দ্বিমত হচ্ছে। কাজেই এটা একটি জটিল ব্যাপার। তারপরও শাজাহান খান সাহেবের নেতৃত্বে কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। ওনারা কাজ করছেন। ওই কমিটি আমাদের কাছে তালিকা পাঠালে আমরা সেটি প্রকাশ করব।, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, 'আমরা আশা করছি রমজান মাসের পরেই সিডিউল ঘোষণা করা হবে এবং মে মাসের মধ্যেই নির্বাচন হয়ে যাবে। তবে এটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

পলিথিন ব্যবহার বন্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে : পাটমন্ত্রী

পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে রোডম্যাপ অনুসারে অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'পলিথিন বন্ধ করে পাটজাতপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি করতে আমরা পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা এবং সোনালী ব্যাগ নামে একটা পাটজাত ব্যাগ তৈরি করেছি। আমরা গতকালকে ডিসি সম্মেলনে ডিসিদেরও বলেছি। পবিত্র মাহে রমজানের কারণে আমরা এই মুহূর্তে বাজারে কোনো ধরনের খোঁচা দিতে চাইনি। আমরা বাজারকে অস্থিতিশীল করতে দিতে চাই না। সে কারণে আমরা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ

থেকে ডিসি সাহেবদের প্রস্তুত থাকার কথা বলেছি। রমজানে যেসব মিলাররা বস্তা ব্যবহার করে তাদের এনে সভা এবং কাউন্সিলিং করার কথা বলা হয়েছে। রোজার পরে এ বিষয়ে আমরা ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' নানক বলেন, 'আমরা আরেকটি কথা বলে রাখতে চাই। এরই মধ্যে পরিবেশমন্ত্রী-সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল মন্ত্রী মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মানবজীবন হরণকারী এই পলিথিন বন্ধে একটি যৌথ সভা করা হবে। সেই যৌথ সভায় আমরা একটি রোডম্যাপ করব। সেই রোডম্যাপ অনুসারে আমরা পলিথিনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব।' মন্ত্রী বলেন, 'বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০-এর আওতায় ১৯টি পণ্যে পাটের মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ আইনটি প্রয়োগের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতি বছর পাট পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, পাটবীজের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করে পাটবীজ উৎপাদন পাট চাষিদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, পাটচাষের আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে পাট চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নিমিত্তে পাট অধিদফতরের অধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছ। এ প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশা করি, 'বাংলাদেশ উন্নত পাটবীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর হবে। প্রয়োজনীয় পাটবীজ সংগ্রহে আমদানি নির্ভরতা আর থাকবে না।' পাট মৌসুমে হাট-বাজারে নজরদারি জোরদার এবং নিয়মবহির্ভূত মজুদ রোধে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এতে করে মিল মালিকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে পাট সংগ্রহ করতে পারছে যা রফতানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। চাষীরাও পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার, জেডিপিসি-এরএর মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। জেডিপিসির নিবন্ধিত উদ্যোক্তারা ২৮২ রকম দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন যার অধিকাংশই বিদেশে রফতানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে জনপ্রিয় করতে প্রচার প্রচারণাসহ বিদেশে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এসব মেলা পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী, বিপণনকারী, ব্যবহারকারী এবং বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে অধিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ইজারার জন্য নির্ধারিত বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন ২০টি মিল থেকে এরই মধ্যে ১৪টি মিলের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ২টি মিলের চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং অবশিষ্ট ৪টি মিলের ইজারা কার্যক্রম চলমান।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

কওমি মাদরাসা আছে থাকবে, আমার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

কওমি মাদরাসা বন্ধ সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য দেননি জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেছেন, `কওমি মাদরাসা বাংলাদেশে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে।, মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন মন্ত্রী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন মন্ত্রী। গত ৩রা মার্চ থেকে শুরু হওয়া জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রথম দিন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত কার্য অধিবেশন শেষে কওমি মাদরাসা নিয়ে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। সেই বক্তব্য কয়েকটি গণমাধ্যমে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয় বলে দাবি করেন মন্ত্রী।শিক্ষামন্ত্রী বলেন, `জেলা প্রশাসকদের থেকে একটি জেলা থেকে একটি আলোচনা এসেছিল যে অনিবন্ধিত নাম,পরিচয়হীন কিছু প্রতিষ্ঠান নূরানী মাদরাসা হিসেবে গড়ে উঠছে। সেগুলো নিবন্ধনের প্রক্রিয়া কী। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, যেসব নূরানী মাদরাসা গড়ে উঠছে সেগুলো যদি কওমি মাদরাসার বোর্ড থেকে নিবন্ধিত হয়ে থাকলে তাদের সঙ্গে কাজ করে, যথাযথ নিবন্ধন তাদের কাছে আছে কি না, সেগুলোতে কীভাবে শিক্ষাক্রম পরিচালিত হচ্ছে, সেটা কীভাবে আমাদের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয় সে ধরনের বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবো, কীভাবে সেটা ইউনিফরমিটির মধ্যে আনা যায়।' তার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সোমবার একটি রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নামধারী কিছু সংগঠন থেকে বলা হয়েছে, আমি বলেছি যে নূরানী বা কওমি মাদরাসার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' তিনি বলেন, `আমি পরিষ্কার করে বলছি যে এ আলোচনা এসেছে জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে যে অনিবন্ধিত অনেক প্রতিষ্ঠান চলছে, সেগুলোর নিয়ন্ত্রক কারা। এ ধরনের মন্তব্য আমি করিনি। আমার বক্তব্য ভিডিওসহ আছে। গুজব রটিয়ে কওমি মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে।, মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, `তারা এ অপরাজনীতির প্রাক্কালে আরো অনেক ধরনের মানহানিকর এবং আপত্তিকর কথা বলছে। এরমধ্যে একটি ছিল যে আমি ইসকন নামের একটি সংগঠনের সদস্য এবং ইসকনের সদস্য হয়ে আমি ভিন্ন সংস্কৃতি শিক্ষাক্রমে ঢোকানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত আছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা একেবারে আপত্তিকর, মানহানিকর এবং ষড়যন্ত্রমূলক। আমি ইসকনের সদস্য বলে প্রচার করছে। আমি ইসকনের সদস্য না। আমি একজন অসাম্প্রদায়িদক মানুষ হিসেবে আমার বাবা বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের তীর্থ কেন্দ্রে, পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটক হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইসকনের একটি অনুষ্ঠানে যাওয়া মানে এই নয় যে আমি ইসকনের সদস্য। ইসকনের সদস্য হিসেবে আমাকে প্রচার করা হচ্ছে, আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।,

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা বার বার বলছি যে কওমি মাদরাসা বাংলাদেশে আছে, অবশ্যই থাকবে। কারণ আমরা আইন দ্বারা কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা কওমি মাদরাসা শিক্ষা সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স স্বীকৃতি দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, `কওমি মাদরাসা বাংলাদেশে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু সেখানকার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ন্যূনতম লিটারিসির কথা বলছি, তারা যাতে কর্মসংস্থান পায় সেসব বিষয় নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একসঙ্গ কাজ করতে চাচ্ছি, আগামীতেও কাজ করবো। তাদের বার বার আমন্ত্রণও জানিয়েছি। এখানে মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার মতো কথা কেউ কখনো বলেনি।, শিক্ষামন্ত্রী বলেন, `একটি পরিকল্পনার মধ্যে থেকে, নিবন্ধনের মধ্য থেকে, কী পড়ানো হচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠানের উপরে নজর রেখে, আমার আমাদের এ প্রজন্মকে কী পড়াচ্ছি সেটা জাতীয় শিক্ষাক্রম হোক, কওমি মাদরাসা হোক বা ইংরেজি মাধ্যমে হোক সেটার ওপর রাষ্ট্রের নজর তো অবশ্যই থাকতে হবে।, তিনি বলেন, `রাষ্ট্র বিরোধী কোনো কিছু যদি পড়ানো হয় সেটা যেকোনো প্রতিষ্ঠানে হোক, আমরা দেখেছি অনেক পাবলিশিং হাউজের নাম করে উসকানি দেওয়ার জন্য বই ছাপানো হয়েছে এবং পড়ানো হচ্ছে। সেগুলো আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

পেশাদার ও নিবন্ধিত অনলাইন পোর্টালই থাকবে : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলার স্বার্থে পেশাদার ও নিবন্ধিত অনলাইন পোর্টালই থাকবে এবং চলবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলনের তৃতীয় দিনের তৃতীয় কার্য-অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, 'অনলাইনে কতগুলো আনরেজিস্টার্ড বা অনিবন্ধিত পোর্টাল আছে, যে পোর্টালগুলো বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ায়। আমরা সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করাচ্ছি, একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে। যারা পেশাদার এবং রেজিস্টার্ড বা নিবন্ধিত আইনগতভাবে সিদ্ধ, সেগুলোই থাকবে এবং চলবে। যাতে করে সবকিছুর মধ্যে একটা জবাবদিহিতা থাকে এবং একটা শৃঙ্খলা থাকে। যেটা সাংবাদিকরা চান, বিভিন্ন সময় আপনারা দাবি করেন।' গুজব নিয়ন্ত্রণে ডিসিদের পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ অথবা আপনার কোনো নির্দেশনা দিয়েছেন কি না, এ বিষয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'গুজব নিয়ে তারা খুব চিন্তার মধ্যে আছেন, এটা সবাই আছে। প্রতিরোধে আমরা কিছু আলাপ করেছি।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, `দেখুন অনলাইনের মাধ্যমে যেসব গুজবগুলো ছড়ায় সেখানে তো আমি একা পারবো না। আমাদের এখানে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আছেন। আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে। সেগুলো নিয়েও আমরা কাজ করছি।, ডিসিরা কি ভূমিকা রাখতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, `তারা তো তৃণমূলের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদেরকে তথ্য পাঠাতে পারেন। প্রান্তিক পর্যায়ে কি ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো নিয়ে তারা অ্যাকশনে যেতে পারেন এবং আরো কিছু বিষয় আছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে। যেমন, ক্যাবল অপারেটর যারা তারা অনেক কিছু তাদের কনটেন্ট দিয়ে দেয়, অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছায়। এখানে সেই কন্টেন্টগুলো আসলে সঠিক কি না, ক্লিন ফিল্ডের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, এ বিষয়গুলো আমরা বলেছি তাদের দেখার জন্য।,
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ডিজিটাল পণ্য বা সেবার নকশায় সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে : তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

ডিজিটাল পণ্য বা সেবা তৈরির ক্ষেত্রে এর নকশায় সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, 'এখন কেউ বলতে পারে না যে তারা নিরাপদ। সবাই সাইবার হুমকির মধ্যে রয়েছেন। সাইবার নিরাপত্তা শুধু আমার, আপনার, কোনো ব্যক্তি, কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো দেশের বিষয় নয়, এটা সমগ্র বিশ্বের। সাইবার বিশ্বকে সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।' মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে দিনব্যাপী সাইবার সুরক্ষা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। `সাইবার রেজিলেন্স ফর বাংলাদেশ, স্লোগানে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম। জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'সাইবার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় রয়েছে। সে অনুযায়ী, আমাদের প্রথমে নাগরিকদের সচেতন করতে হবে। কারণ সচেতন নাগরিক না থাকলে আমরা বিপদে পড়বো। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সঠিক অবকাঠামোতে নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ও বাস্তবায়ন ছাড়া আমরা ডিজিটাল বিশ্বকে সুরক্ষিত করতে পারব না। তৃতীয়ত, যথাযথ আইন, নীতি ও নির্দেশিকা, যা না থাকলে সাইবার স্পেসকে রক্ষা করতে পারব না। আর চতুর্থত, আন্তর্জাতিক তথ্য, জ্ঞান ভাগাভাগি ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এজন্য প্রতিবছর এমন আয়োজন করে তরুণ উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের এ খাতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশ্বের ট্রিলিয়ন ডলারের সাইবার সুরক্ষা খাতে নজর দিতে হবে।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সাইবার নিরাপত্তায় বিদ্যুৎ ও শক্তি, টেলিকম এবং আর্থিক খাতকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিবেচনা করে এ তিনটি খাতে অধিক মনোযোগ দিতে হবে। যদিও গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা ৩৫টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা করেছি। সরকারের পক্ষ থেকে আমরা এ অবকাঠামোগুলোর যত্ন নিচ্ছি। তবে একই সঙ্গে আমরা কিছু তথ্য সুরক্ষা নির্দেশিকা

চালু করেছি যা বেসরকারি খাতের জন্য অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।' সাইবার সুরক্ষা সম্মেলনকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ উল্লেখ করে জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'আমরা এখন এডুকেশন, ইনভেস্টমেন্ট, ল ও হেলথ জিপিটি তৈরি করতে যাচ্ছি। পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের তখন আর সেবার জন্য হাজার হাজার ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে না। ভার্চুয়াল অ্যাসিসটেন্ট গভর্নমেন্ট জেআইআই-কে জিজ্ঞেস করলে কিংবা এতে কিছু লিখেই আপনি সব সেবা পাবেন। গভর্নমেন্ট ব্রেইন সব উত্তর দেবে, দিকনির্দেশনাও দেবে।' সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইডিয়া ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য মো. আবুল কালাম আজাদ। আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শক হুসাইন এ সামাদ, টেকনো হ্যাভেন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা সিইও হাবিবুল্লাহ এন করিম, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংকের চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার ও সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা প্রকৌশলী মোঃ মুশফিকুর রহমান প্রমুখ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ডিসিদের ৪ কৌশলে কাজ করতে বললেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

সাইবার নিরাপত্তা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব প্রতিরোধে জেলা প্রশাসকদের চারটি কৌশল অনুসরণের কথা বলেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ কার্য অধিবেশন হয়। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা মনে করি, সরকার এবং জনগণের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করেন জেলা প্রশাসকরা। একদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, অন্যদিকে উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করা। উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের যে দায়িত্ব রয়েছে, সেই বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা কী কী করতে পারি এবং তাদের কী প্রত্যাশা আমাদের কাছে, তাদের কী প্রয়োজন আছে ও তাদের কাছে আমাদের কী প্রত্যাশা, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'ডিসিরা বলেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব প্রতিরোধ করা, যখন পরীক্ষা হয়, তখন প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া, না হওয়া অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে যখন সাইবার বুলিং ও সাইবার ক্রাইম হয় সেই বিষয়ে ডিসিদের উদ্যোগ কী হতে পারে, সেই বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। তারা কী ধরনের সহযোগিতা পেতে পারেন সেই বিষয়ে জানতে চেয়েছেন।' তিনি বলেন, 'আমরা বলেছি আমাদের সাইবার নিরাপত্তা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব প্রতিরোধ করার জন্য আমরা তাদের চারটি কৌশলগত বিষয়ে সচেতনভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছি। প্রথমত, ডিজিটাল ও এআই লিটারেসি সচেতনতা তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, যেসব আইন রয়েছে সেগুলোর শক্ত প্রয়োগ করা। চতুর্থ, পুলিশ প্রশাসন যাতে একাডেমিয়া, মিডিয়া এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে। এই চারটি কৌশল আমরা বলেছি সাইবার সিকিউরিটি এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে গুজব প্রতিরোধের জন্য।, পলক বলেন, 'ডিসিদের আরেকটি চাহিদা ছিল, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য সেল স্থাপন করা। সেটা আমরা বিটিসিএল এবং ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকম থেকে বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে আইসিটি সেল স্থাপনের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছি। পাশাপাশি আমাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে আইসিটি ও আইসিটি কমিটি আছে, তারা যেন মাসে মাসে মিটিং করে বিভিন্ন ধরনের সাইবার ও ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস প্রতিরোধের বিষয়ে আমাদের কাছে অভিযোগগুলো পাঠায়। যাতে আমরা সেসব অপরাধমূলক কার্যক্রমগুলো প্রতিরোধ করতে পারি।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে ঢাকার বাইরে বিভাগ-জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টার্টআপ কালচারটা ছড়িয়ে দেওয়ার। আমরা জেলা প্রশাসকদের বলেছি, আপনারা জেলা পর্যায়ে একটা স্টার্টআপ চ্যালেঞ্জ আহ্বান করবেন। যেখানে আমরা আইসিটি বিভাগ থেকে আমাদের স্টার্টআপ ও নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য ফান্ডিং ও মেন্টরিং কোচিং সাপোর্ট দেবো। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আরো স্মার্ট কর্মসংস্থান তৈরি করা। এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা আহ্বান করেছি, বিভাগ-জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮ হাজার দফতর রয়েছে, তারা যেন আমাদের বিটিসিএলের উচ্চগতির যে ইন্টারনেট জিপন রয়েছে সেটা যেন ব্যবহার করেন। আমাদের ৪ লাখ উচ্চগতির ইন্টারনেট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। অথচ আমরা মাত্র ৫৯ হাজার সংযোগ দিয়েছি।, প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'খুব স্বল্পমূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট যদি তারা নেয় আমরা কোয়ালিটি নিশ্চিত করব। তাতে আমাদের বিটিসিএল যে লসে আছে তা খুব সহজে লাভে নিতে পারবো। এ ধরনের বেশ কিছু প্রত্যাশা আমরা তাদের কাছে জানিয়েছি। আমার বিশ্বাস আমরা যদি তা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আগামী পাঁচ বছরে ৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য সেটি বাস্তবায়নে আজকের সভা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ডিসিদের তদারকির নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতি মাসে প্রয়োজন হলে প্রতি সপ্তাহেই জেলা প্রশাসকদের বাজার মনিটরিং করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, `দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করেছি তারা যেন প্রতি মাসে এবং প্রয়োজন হলে প্রতি সপ্তাহেই বাজার মনিটরিং করে। যাতে পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকে সে বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ডিসিরা তেমন কোনো কথা বলেননি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তারা বিভিন্ন ধরনের কিছু ছোট ছোট পয়েন্ট যেমন মাদকদ্রব্য নিয়ে কথা বলেছেন। জেলখানায় কয়েদিদের আরো একটু ভালো টাইট দেওয়ার কথা বলেছেন। অচল বন্দিদের কীভাবে আরো একটু ছাড় দেওয়া যায় এবং ভার্চুয়াল কোর্ট যেটা কোভিডের সময় চালু করেছিলাম। সেটা বাংলাদেশের সব জায়গায় চালু করা যায় কি না।, তিনি বলেন, `বিশেষ করে যেসব কয়েদিকে আনা-নেওয়া রিস্ক, তাদের ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে বিচার করা যায় কি না সেটা নিয়ে বলেছেন তারা। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সারাদেশে চালু করা যায় কি না সেটা দেখবো বলে জানিয়েছি।, মন্ত্রী বলেন, `আমাদের সচিবরা কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে জেলা পর্যায়ে যে কোর কমিটি রয়েছে। তারা যেন প্রতি মাসে একটি সভা করে। যাতে সবার সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক থাকে এবং কোনো অসুবিধা হলে সেগুলো যেন দ্রুত সমাধান করতে পারেন।, আপনার তরফ থেকে ডিসিদের কোনো নির্দেশনা ছিল কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা বলেছি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে। তারপরও কিছু ছোট ছোট মাদকদ্রব্য যা চোখে দেখা যায় না বা দৃশ্যমান কোনো কিছু দিয়ে পরিবহন করে না। যেমন ইয়াবা, এলএসডি মানুষ যদি না জানে এগুলো কীভাবে পরিবহন করে তা বুঝতে পারবে না। এসব ড্রাগ ব্যবহার রোধে জেলা প্রশাসকদের আমি বলেছি, তারা যেনো সামাজিকভাবে ব্যবহার রোধ করে। আমরা মাদকের ব্যবহার রোধে যেমন তামাকের ও ধূমপানের বিরুদ্ধে কথা বলছি না।, তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন কেউ প্রকাশ্যে ধূমপান করে না। ধূমপান করলে কেউ আড়ালে করে। আমরা সেই জায়গায় কাজ করার জন্য ডিসিদের বলেছি।' আসাদুজ্জামান খান আরো বলেন, `নদীপথে যাতে যত্রতত্র বালু উত্তোলন না করে সে বিষয়েও ডিসিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আপনাদের পাশে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন থাকবে। যখন আপনাদের প্রয়োজন হবে নিরাপত্তা বাহিনী পাশে থাকবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

রমজানে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ

আসন্ন রমজান ও ঈদুল ফিতরে দ্রব্যমূল্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, যানজট, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ-সহ সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচিবদের সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে আসন্ন রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। এতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন-সহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সমন্বয় ও সংস্কার, সেতু বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নিজ নিজ দফতরের পরিকল্পনা তুলে ধরেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা। রমজানে কোনোভাবেই যেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পায়, সে বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে বাণিজ্য সচিবকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। মজুদদারি রোধে সংশ্লিষ্টদের সজাগ থাকা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়। একই সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেন অবনতি না ঘটে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। পাশাপাশি ইফতার ও সেহরিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, 'বিগত বছরগুলোর চেয়ে এবারের রমজানে দেশে অনেক বেশি খাদ্য ও নিত্যপণ্যের মজুদ আছে। এছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বাজারে আছে। রোজার প্রস্তুতি আমরা যথাযথভাবে নিতে পেরেছি। যখন যা প্রয়োজন সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে কারো কোনো সমস্যা হবে না। আমরা খুব ভালোভাবে রমজান ও ঈদ উদযাপন করতে পারবো।' তিনি বলেন, 'রমজানে নিত্যপণ্য যেনো মানুষের কাছে পৌঁছায়, সরবরাহ-শৃঙ্খল যেন ঠিক থাকে, সেজন্য আমরা সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছি। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সরকার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নিয়েছে। ওএমএস কর্মসূচি ও টিসিবির মাধ্যমে রমজান ও ঈদ ঘিরে দুই কিস্তিতে এবার খাদ্যপণ্য সরবরাহ করা হবে। তেল, চিনি, ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ ও খেজুর আমরা দুইবার করে এক কোটি মানুষকে দেবো।' রমজানে মানুষের কষ্ট লাঘবে প্রধানমন্ত্রীর এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য মুখ্য সচিব সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া সহজে ঈদযাত্রার টিকিটপ্রাপ্তি

নিশ্চিত করা, মহাসড়কে শৃঙ্খলা রক্ষা, ঈদের আগে রাস্তা ও সেতু সংস্কার, নৌ পথে ফেরি বাড়ানো, অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন ঠেকানো, আকাশপথে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাড়ানো এবং পোশাক ও পাটকল শ্রমিকদের বেতনের বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

দ্রুত বিচার আইন স্থায়ী করে সংসদে বিল পাস

মেয়াদ বাড়ানোর পরিবর্তে স্থায়ী রূপ নিচ্ছে দ্রুত বিচার আইন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে প্রণীত এ আইনটি স্থায়ী করতে মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে `আইন–শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ, বিল পাস হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিলটি পাসের জন্য সংসদে তোলেন। বিলের ওপর আনা জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণ এবং সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি শেষে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়। ২০০২ সালে প্রথম আইনটি করা হয়েছিল দুই বছরের জন্য। এরপর ৭ দফা এর মেয়াদ বাড়ানো হয়। সবশেষ ২০১৯ সালে আইনটি সংশোধন করে বাড়ানো হয় মেয়াদ। আগামী ৯ এপ্রিল এই আইনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এরমধ্যে আইনটির মেয়াদ না বাড়িয়ে তা স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেদিন মন্ত্রিসভায় বিলের খসড়া অনুমোদনের পর মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত বিল সংসদে পাস হলো। বিলে আইনটি স্থায়ী করা ছাড়া অন্য কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। বিল পাসের আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মুজিবুল হক বলেন, '২০০২ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকার যখন আইনটি করেছিল, তখন আপনারা বলেছিলেন এটি নিপীড়নমূলক ও কালো আইন। এই আইনটা রাজনৈতিক কারণ বা সরকার চাইলে যে-কোনো কারণে নাগরিককে হয়রানি করতে পারে। সে আইনটা আপনারা রেখেছেন। আমি জানি না কেন রেখেছেন?' চুন্নু বলেন, 'যখন আপনারা ক্ষমতায় থাকবেন না, স্থায়ীভাবে আইনটা করবেন, অন্য কেউ ক্ষমতায় আসবেন, তখন উদ্দেশ্য তো ভালো নাও থাকতে পারে। আপনারা কি এটা বলতে চান বিএনপি যে আইনটা এনেছিল তা ভালো ছিল? এটাই আজকে স্বীকার করুন।' তিনি আরো বলেন, 'র‍্যাব যখন গঠন করেছিল, আওয়ামী লীগ-সহ অনেক রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করেছিল। সে র‍্যাব এখন টিকে আছে, তারা কাজ করছে। সরকারের কাছে অনুরোধ যদি প্রয়োজন পড়ে এক-দুই বছর আইনের মেয়াদ বাড়ান। কিন্তু আইনটা স্থায়ী করবেন না, করলে ভবিষ্যতে একদিন আপনাদের এমন অবস্থা হবে সেদিন আপসোস করবেন।' জাতীয় পার্টির আরেক সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, 'আইনটি এনেছিল বিএনপির সময়। ওই সময় আমরা ও আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করেছিলাম। তারপরও আইনটি পাস হয়েছিল। আজকেও পাস হবে। আমার প্রশ্ন হলো যার জন্য গর্ত খুঁড়বেন, নিজেকেই সেই গর্তে পড়তে হয়। আজকে বিএনপি সেই গর্তে পড়েছে। এখন আওয়ামী লীগ আইনটিকে স্থায়ী করতে নিয়ে এসেছে। দিন এক রকম থাকবে না।' সংসদের বিরোধীদলের সমালোচনার জবাবে আইনটি করার সময় বাংলাদেশে অরাজক পরিস্থিতি ছিল বলে দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেন, 'সেসময় নানা ধরনের অপরাধ হতো, তাই হয়তো আইনটি তৎকালীন সরকার করেছিল। আমি মনে করি আইনটি করার উদ্দেশ্য ছিল তাৎক্ষণিকভাবে বিচার যেন মানুষ পায়। দ্রুত সময়ের মধ্যে অপরাধীরা যাতে শাস্তি পায় সেটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সংসদ সদস্যরা অনেক সময় আমাদের কাছে পাঠান যেন এ আইনের মাধ্যমে বিচার হয়। শুধু সংসদ সদস্য না, অনেকেই আইনটি ব্যবহার করার জন্য আমাদের কাছে সুপারিশ পাঠান। কারণ একটাই যাতে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে অপরাধীরা শাস্তি পায়। সংসদ সদস্যদের কেউ বলেনি আইনটি বাতিল করে দেন। কেউ বলেননি আইনটি যথাযোগ্য নয়। তারা সময় বৃদ্ধি করে দিয়ে আইনটি চালু থাকার কথা বলেছেন। আইনটি একই রকম আছে আমরা কোনো রকম সংশোধন করি নাই। কাউকে ক্ষতি করার জন্য আইনটি হয়নি। কোনো রাজনৈতিক নেতা বলতে পারবেন না এ আইনের মাধ্যমে শাস্তি হয়েছে।' সংশোধনীর আলোচনায় মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আইনটি ভালো। তাহলে বিএনপি যখন আইনটি করেছিল আপনারা তার বিরোধিতা করেছিলেন কেন? এখন ভালো হয়ে গেল?' পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'আইনটি কখন আনা হয়েছিল তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। শান্তির পরিবেশ তৈরির জন্য আইনটি স্থায়ী করা হচ্ছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বিভাগীয় পর্যায়েও বন এবং পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি করা হবে : পরিবেশমন্ত্রী

উপজেলা ও জেলার মতো বিভাগীয় পর্যায়েও বন এবং পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের ষষ্ঠ অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মন্ত্রী। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানির ও খনিজসম্পদ বিভাগের সঙ্গে এ কার্য অধিবেশন হয়।পরিবেশ রক্ষায় অনেক সময় স্থানীয় চাপ থাকে সেই বিষয়ে তারা কিছু বলেছে কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, `না, সেই বিষয়ে তারা কিছু উল্লেখ করেনি। এ ধরনের সম্মেলনের দুটি উদ্দেশ্য। এক হচ্ছে মাঠ প্রশাসনের কথাগুলো আমরা শুনি, আর এক হচ্ছে আমাদের যে প্রত্যাশা ওনাদের কাছ থেকে সেগুলো আমরা একটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করি।, তিনি বলেন, `পরিবেশ অধিদফতরের মূল উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব হচ্ছে মানমাত্রা নির্ধারণ করা। ইনফোর্সমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে মাঠ

পর্যায়ে। আমরা প্রায় প্রতিটা কাজের জন্যই ডিসিদের ওপর নির্ভরশীল। কেননা স্থানীয় পর্যায়ে সেগুলো ওনারা বাস্তবায়ন করেন। আমরা এখন টেকসই উন্নয়নের কথা বলছি। আমরা এ উন্নয়নের ধারাকে যদি স্থায়িত্ব দিতে চাই তবে অবশ্যই পরিবেশের বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে।, মন্ত্রী বলেন, 'সংবিধানের ১৮-এর খ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইশতেহার সেখানে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের মাঠ প্রশাসনের সহযোগিতা দরকার।' তিনি বলেন, `কিছু কিছু জায়গায় দেখি শ্রেণি পরিবর্তন হয়ে যায়। কোথাও হয়তো একটা পাহাড় ছিল, সেটাকে সমান করে পরবর্তীতে শ্রেণি পরিবর্তন হয়। এখানে আমরা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা চাই।, পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, `পনেরো বছর আগে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক চিত্রটা কি ছিল বর্তমানে কি আছে, গুগল ম্যাপের মাধ্যমে আমরা সেটাকে চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধার করতে পারি। বনের জমি পুনরুদ্ধারেও আমাদের মাঠ প্রশাসনের সহযোগিতা দরকার। আমরা মূলত এ বিষয়গুলো আলোচনা করেছি।, আরেকটি বিষয়ে পরিবর্তন আনা হচ্ছে জানিয়ে সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, `বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনারদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই, ওই অর্থে কোনো কমিটি ওখানে নেই। আমাদের যে পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি আছে সেগুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। আমরা চাই এদের সভাগুলো যাতে নিয়মিত হয়। সেই সভার কার্যপত্রগুলো যাতে আমাদের কাছে আসে। বিভাগীয় পর্যায়েও আমরা বন এবং পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি করবো। আমাদের মন্ত্রিপরিষদ সচিবও একমত। এটাকে আমরা চালু করবো। এটাকে যদি আমরা করি আমাদের সমন্বয়টা আরেকটু কার্যকর হবে। বিভাগীয় পর্যায়কেও কিছু কিছু দায়িত্ব দিয়ে দিতে পারবো জেলার সঙ্গে কথা বলার জন্য।, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১০০ দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে জেলা প্রশাসকরা অবহিত কি না এ বিষয়ে সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, `তারা অবহিত আছেন এবং আমরা বলেছি। তাদের সক্রিয় সহযোগিতার দরকার এবং তারা সহযোগিতা করবেন।, তিনি বলেন, `ইটিপি নিয়ে কথা বলেছি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় আড়াই হাজার ইটিপি আছে। সেগুলো আমাদের ওইভাবে মনিটর করা সম্ভব নয়। অনেকের ইটিপি আছে, ইটিপিগুলো তারা চালায় না। যখনই কোনো পরিদর্শক যায় বা যাবে তারা সংবাদ পায়, তখন ইটিপি চালু করে। ইটিপি যদি আপনি একদিন বন্ধ রাখেন এক লাখ টাকার মতো সাশ্রয় করেন। কাউকে যদি তিন মাস পর আমরা জানিয়ে দিই যে উনি ইটিপি চালাচ্ছেন না, তখন হয়তো জরিমানা করি ১০ হাজার টাকা। ওই ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে তো একটা অবৈধ কাজকে বৈধতা দিচ্ছি। আমরা জরিমানার মাত্রা বাড়াচ্ছি। আমরা স্মার্ট মনিটরিং করার চেষ্টা করবো। প্রযুক্তি তো অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা যদি প্রতিটি ইটিপিতে একটা ডিভাইস বসাতে পারি তাহলে ওই ইটিপিটা সারাক্ষণ চলছে কি চলছে না, সেটার একটা তথ্য আমাদের কাছে আসবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

আদি রূপে ফিরেছে বুড়িগঙ্গা : স্থানীয় সরকারমন্ত্রী

বুড়িগঙ্গা আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে মন্তব্য করে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, 'ঢাকা শহরের বিভিন্ন খাল ও নালা দখল করে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা আবাসিক ভবন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জোড়ালো পদক্ষেপ নেওয়ার কার্যক্রম চলমান। ২০১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় নির্বাচনি জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং আদি বুড়িগঙ্গা আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে।' মঙ্গলবার, ৫ই মার্চ জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য মোঃ নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। অধিবেশনে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। মন্ত্রী বলেন, 'শহরের বৃষ্টির পানির সুষ্ঠু প্রবাহের জন্য খাল, নালা, জলাশয় এবং বক্স কালভার্টগুলোতে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ময়লা, আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি পানি প্রবাহ নির্বিঘ্ন করার জন্য অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে ও উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান।' তিনি আরো জানান, 'খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চারটি খাল উন্নয়ন ও নদীর সঙ্গে পুনঃসংযোগ, স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত এবং নাব্য বাড়ানোর লক্ষ্যে ৮৯৮,৭৩৩ কোটি টাকা প্রচলিত ব্যয় সম্বলিত খাল উন্নয়ন প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে খালগুলোতে নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।' এমপি মোরশেদ আলমের অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'ঘনবসতিপূর্ণ রাজধানী ঢাকায় পানির জলাধারগুলো ক্রমেই বিলীন হওয়ার পথে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা মোতাবেক ঢাকায় জলাধারগুলো উন্মুক্ত করে পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলমান। অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনা ঘটলে ঢাকা ওয়াসা তাৎক্ষণিক অগ্নিনির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসকে সার্বিক সহযোগিতা করে।' রাজধানীতে পানির উৎস বাড়ানোর লক্ষ্যে খালগুলো সংস্কার ও অবৈধ দখলমুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও জানান তিনি।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

এস আলমের কারখানায় আগুনে চিনির সরবরাহ ও দামে সমস্যা হবে না : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রামে এস আলম গ্রুপের চিনি কারখানায় আগুন লাগলেও বাজারে চিনির সরবরাহ ও দামে কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, 'আমাদের একটা সুগার মিলে আগুন ধরেছে। অবশ্যই এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। তবে আগুনকে পুঁজি করে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না।' মঙ্গলবার,

৫ই মার্চ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ডি-৮ এর সুপারভাইজরি কাউন্সিলের ৭ম অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এস আলম শিল্প গ্রুপের পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়, ওই কারখানায় লাগা আগুনে এক লাখ মেট্রিক টন অপরিশোধিত চিনি পুড়ে গেছে। এই বিপুল পরিমাণ চিনি আসন্ন রমজান ঘিরে ব্রাজিল থেকে আমদানি করা হয়েছিল। রমজানে তাদের পক্ষে বাজারে চিনি দেওয়া আর সম্ভব হবে না। তবে ভোক্তাদের স্বস্তির বার্তা দিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'আগুন বাজারে চিনির সরবরাহ ও দামে কোনো প্রভাব ফেলবে না। বাজারে চিনির কোনো সংকট হবে না।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'ওই কারখানার আগুনে অভারঅল বাজারে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না। গতকাল, সোমবার রাত থেকে এ বিষয়টি আমার নজরদারিতে আছে। আমাদের বিভিন্ন এজেন্সি কাজ করছে। তিনি বলেন, 'আমি এতোটুকু আশ্বস্ত করতে পারি এই একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার কারণে সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হবে না। কেউ যদি এটা সুযোগ হিসেবে নিতে চায় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবো। এই আগুনকে পুঁজি করে কেউ যেন ব্যবসা করতে না পারে সে ব্যাপারে আমরা শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেবো।' আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'অত্যন্ত অল্প পরিমাণের চিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা একটা কোম্পানির জন্য অনেক বড় ক্ষতি। কিন্তু বাজারে প্রভাব পড়ার মতো কোনো ক্ষতি হয়নি। খোলাবাজারে চিনির সাপ্লাই এবং দামে কোনো সমস্যা হবে না।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

BBC

UN FINDS CONVINCING INFORMATION OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST HOSTAGES

A UN team says there is convincing information that hostages held in Gaza have been subjected to sexual violence including rape and sexualized torture. There were grounds to subject the abuse was still ongoing, the UN said. The UN team also found reasonable grounds to believe sexual violence, including gang rape, took place when Hamas attacked Israel on 7 October. Israel's foreign ministry said it welcomed the definitive recognition that Hamas committed sexual crimes. The UN Security Council should now designate Hamas as a terrorist organization and impose International sanctions on it, spokesman Lior Haiat said. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

CHILDREN STARVING TO DEATH IN NORTHERN GAZA: WHO

Children are dying of starvation in northern Gaza, the World Health Organization (WHO) chief says. Tedros Adhanom Ghebreyesus said the agency's visits over the weekend to the Al-Awda and Kamal Adwan hospitals were the first since early October. In a post on social media, he spoke of grim findings. A lack of food resulted in the deaths of 10 children and "severe levels of malnutrition", while hospital buildings have been destroyed, he wrote. The Hamas-run health ministry in Gaza reported on Sunday that at least 15 children had died from malnutrition and dehydration at the Kamal Adwan hospital.
(BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

CHINA SETS AMBITIOUS ECONOMIC TARGET FOR 2024

China has set an ambitious growth target of around 5% for this year, as it outlined a series of measures aimed at boosting its flagging economy. Premier Li Qiang made the announcement at the opening of the annual National People's Congress (NPC) on Tuesday. Mr Li acknowledged that China's economic performance had faced difficulties, adding that many of these had yet to be resolved. It comes as China struggles to reinvigorate its once-booming economy. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

RUSSIAN BLACK SEA SHIP SUNK IN DRONE ATTACK

A Russian patrol ship has been sunk in the Black Sea after being attacked by sea drones, according to Ukrainian intelligence. The Sergei Kotov was allegedly hit in the early hours of Tuesday morning. Ukraine's military intelligence service said the Black Sea fleet ship suffered damage to the stern as well as right and left sides. The Kremlin is yet to comment, but some Russian bloggers confirmed the sinking of the Sergei Kotov. Ukrainian intelligence official Andril Yusov told Ukrainian broadcaster RFERL sailors on board had been killed and injured. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

HAITIAN GANGS TRY TO TAKE OVER CAPITAL'S AIRPORT

Soldiers have been deployed to defend the airport of the Haitian capital, Port-au-Prince, from an assault by armed gangs. Witnesses reported hearing shots ringing out in the vicinity of Toussaint L'Ouverture Airport as security forces clashed with armed men. The gangs aim is to prevent the return to Haiti of Prime Minister Ariel Henry, who is believed to be abroad. Violence has spiralled in his absence with the gangs demanding he resign. Mr Henry left

Haiti last week to attend a regional summit in Guyana. From there, he travelled to Kenya to sign a deal on the deployment of a multinational police force to Haiti.
(BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

GERMAN CALL LEAK DUE TO INDIVIDUAL ERROR: MINISTER

A meeting of senior German air force officials was leaked by Russian sources after an "individual error", Defence Minister Boris Pistorius has said. He said an investigation had ruled out that a Russian spy had taken part in the call without being noticed. Mr Pistorius said the call had been leaked as participant had dialled in via an insecure line. This made it possible for Russia to intercept the conversation, he said. German chancellor Olaf Scholz has repeatedly ruled out sending the Taurus missiles to Ukraine.
(BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

GHANA PRESIDENT DELAYS DECISION ON ANTI-GAY BILL

Ghana's President Nana Akufo-Addo has said he will not assent to an anti-gay bill until the Supreme Court rules on its constitutionality. Earlier, the finance ministry warned that billions of dollars in World Bank funding could be lost if it became law. Passed by MPs last week, it imposes a jail term of up to three years for identifying as LGBTQ+ and five years for promoting their activities. Human rights groups went to court even before it was passed by parliament. Gay sex is already against the law in Ghana - it carries a three-year prison sentence. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

N KOREA HACKED S KOREA CHIP FIRMS: SEOUL

North Korean hackers have broken into South Korean chip equipment makers, according to South Korea's spy agency. Pyongyang is trying to make semiconductors for its weapons programmes, the National Intelligence Service (NIS) says. It comes a month after President Yoon Suk Yeol warned North Korea may stage provocations such as cyber attacks to interfere with upcoming elections. Last year, North Korea hacked into the emails of an aide to President Yoon. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

TWO DIE AFTER MID-AIR PLANE COLLISION OVER KENYA

A student pilot and trainer have been killed after their aircraft collided with a passenger plane over Kenya's capital, Nairobi, police say. The aircraft, belonging to a flying school, then crashed in Nairobi National Park, killing the two people. The Safarilink passenger plane returned to Nairobi's Wilson Airport from where it had taken off with 44 people on board. The 39 passengers and five crew members were all unharmed, the airline said. The Cessna plane operated by Ninety-nines flying school crashed in the game park about 10km from the airport. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

WHITE HOUSE PRESSES ISRAEL'S GANTZ ON AUD FOR GAZA

US Vice-President Kamala Harris expressed deep concern over Gaza in talks with Israeli war cabinet member Benny Gantz, the White House says. In a statement, Ms Kamala Harris's office said she had urged Israel to let more aid into Gaza, while calling on Hamas to accept terms for a ceasefire. It said they discussed the need for a credible humanitarian plan before any major military operation in Rafah. The US is ramping up pressure on Israel to facilitate more aid for Gaza. US President Joe Biden, who is running for re-election this November, is facing political pressure from fellow Democrats over his handling of the Israel-Gaza war. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

AT LEAST 35 DIE IN SURPRISE SNOWFALL IN PAKISTAN

At least 35 people died while dozens more were injured as freezing rain and unexpected snowfall hit remote areas of Pakistan over the weekend. Twenty-two children were among the fatalities, many of whom were crushed in landslides that buried their homes, disaster management authorities said. The extreme weather hit Pakistan's northern and western regions, clogging roads and damaging hundreds of houses. Experts were surprised by the snow as Pakistan is typically mild in March. (BBC Web Page: 05/03/24, FARUK)

:: The End ::